NUSA

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪

nusa_bd@yahoo.com

www.nusabd.org

নুসা বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩ - ২০২৪

সম্পাদক

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী
নির্বাহী পরিচালক, নুসা।

সম্পাদনা সহযোগী

» মেরিনা শওকত আলী, *নির্বাহী সদস্য, নুসা।*
» জয়দেব চন্দ্র কুন্ডু, *পরিচালক, নুসা।*
» মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» মোঃ কবির হোসেন, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» আমিনুল হক মিন্টু, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» উদয় শওকত আলী, *যুগ্ম-পরিচালক, নুসা।*
» মোঃ ফারুক হোসেন, *সহকারী পরিচালক, নুসা।*
» মোঃ শাহ আলম, *সহকারী পরিচালক, নুসা।*

প্রকাশক

নুসা প্রকাশনা সেল
নুসা, নড়িয়া, শরীয়তপুর।

মুদ্রন সহায়তা

নুসা কম্পিউটারস এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার
নড়িয়া, শরীয়তপুর।

© নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
নুসার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন	০১
চেয়ারম্যানের বানী	০২
নির্বাহী পরিচালকের মুখবন্ধ	০৩
নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী'র সংক্ষিপ্ত জীবনী	০৪
এক নজরে নুসা	০৮
সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো	১১
অর্গানোগ্রাম (২০২৩-২০২৪)	১৭
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	১৮
অডিট সেল	২০
নুসা'র চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমূহের বিবরণ	২১
নুসা'র সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের বিবরণ	২২
প্রশিক্ষণ বিভাগ	২৪
স্কীল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)	২৭
ঋণ কার্যক্রম	২৯
সমৃদ্ধি কর্মসূচি	৩৩
Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)	৩৭
এক লিজার ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিকথা	৩৯
নুসা বিশেষ শিক্ষালয়	৪০
নুসা শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী	৪১
ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)	৪২
আইন সহায়তা কর্মসূচী	৪৩
নড়িয়া গণ পাঠাগার	৪৫
কৈশর কর্মসূচি	৪৬
প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী	৪৮
জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম	৫০
সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১
Promoting Agriculture Commercialization and Enterprises (PACE Project)	৫২
কেস স্টাডি	৫৪
কৃষি ইউনিট (প্রাণিসম্পদ খাত)	৫৫
কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত)	৫৭
কৃষি ইউনিট (কৃষি খাত)	৫৯
অডিট রিপোর্ট	৬০

| নুসার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন

প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল (অব.) শওকত আলী

প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, নুসা

গ্রাম বাংলার অতি দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ১৯৭৯ সালে জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী, এমপি গঠণ করেন বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)। সরকারের এমডিজি এবং বর্তমানে এসডিজি সফল করা এবং সময়োপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের যুগোপযোগী সেবা প্রদানে আস্থা অর্জনকরছে নুসা। কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তীতে নুসা নানামুখী কার্যক্রম যেমন করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঔষধ বিতরণ, করোনা টিকা রেজিষ্ট্রেশন, সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ ও নানামুখী ব্যবস্থার আয়োজন করে মানুষের পাশে থেকে সেবা করে যাচ্ছে নুসা।

সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ সময়কালের বাস্তবায়নকৃত সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচী এবং এর ফলে সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অগ্রগতি ও কর্ম এলাকার সার্বিক উন্নয়নে অবদানের তথ্য সংকলন করা হয়েছে। সকল কর্মের প্রতিবেদন সংকলনের পরতে পরতে প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্ঠা জাতীয় বীর, সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও ৬ বারের সংসদ সদস্য কর্ণেল শওকত আলী, যিনি ২০২০ সালের ১৬ নভেম্বর নুসা'র লক্ষ লক্ষ সদস্য ও শুভাকাঙ্খীসহ দেশবাসীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছেন, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

নুসা'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী, সম্মানিত দাতাবৃন্দ, সাধারণ পর্ষদ ও পরিচালনা পর্ষদ এর সদস্যবৃন্দ, নুসা'র কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ এবং সকল শুভাকাংক্ষীসহ এর মূল চালিকা শক্তি প্রায় ৬০ (ষাট) হাজার সহযোগী সদস্যদের প্রতিনিয়ত সহযোগিতা ও আন্তরিক দোয়ায় পরম করুনাময় আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপায় কর্ণেল শওকত আলীকে জান্নাত বাসী করুন, আমিন।

-নুসার সুবিধাভোগী, কর্মী, কর্মকর্তা, সাধারণ পর্ষদ, পরিচালনা পর্ষদ ও উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ।

চেয়ারম্যানের বানী

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান, নুসা

অতি দরিদ্র ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে দৃশ্যমান ও বিকাশমান বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে নুসা ব্যাপক সফলতার সাথে এর কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। নুসা'র নির্বাহী পরিচালকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহামারি কোভিড-১৯ পরবর্তীতে অতি কৌশলে কার্যক্রম চালিয়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারির প্রাপ্য বেতন-ভাতা পরিশোধ করে এসেছে। এছাড়া শত প্রতিকুলতার মধ্যেও গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও নিজস্ব উদ্যোগে বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি অর্জন করেছে। সাধারণ পর্ষদ, নির্বাহী পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে সাংগঠণিক ও বাস্তবায়িত কর্মসূচীতে ব্যপক গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে আশানুরুপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। একই সাথে সংস্থার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। পরিশেষে আমি নুসা'র পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান উপদেষ্টা মাননীয় সাবেক ডেপুটি স্পীকার ও সংসদ সদস্য প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

তারিখ ঃ ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ইং।

| নির্বাহী পরিচালকের মূখবন্ধ

বীর মুক্তিযোদ্ধা মাজেদা শওকত আলী

নির্বাহী পরিচালক, নুসা

এসডিজির সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে পরিনত হওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে জাতিসংঘে গৃহিত শান্তি মডেল অনুসরনে লক্ষিত জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

নুসা কর্ম এলাকায় সদস্যদের মধ্যে সুশাসন ও শুদ্ধাচার, জেন্ডার সমতা, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় আইনের সহায়তা প্রদান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের পুনর্বাসনে স্বচেস্ট, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করতঃ দরিদ্র; অরক্ষিত, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে সহায়তা করে থাকে। বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন, প্রবীন জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকার যুবক-যুবতীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষিত হতে উৎসাহিত করা, দুর্যোগ মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নুসা নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নুসা'র এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে পেরে আমরা আনন্দিত।

কার্যকরী উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা পর্ষদ, সাধারণ পর্ষদ, নির্বাহী পর্ষদ এবং সংস্থার সকল স্তরের ষ্টাফদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নুসা সারা বাংলাদেশব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অনুমতি সফলতার সাথে অর্জন করেছে যার জন্য আমরা গর্ববোধ করতে পারি।

আমি বিশ্বাস করি সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জিও এবং এনজিও সমুহের সমন্বিত কার্যক্রম দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে। সুশাসন, শুদ্ধাচার ও উন্নয়ন আমাদের অঙ্গীকার।

স্মরণ করছি প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল (অব:)শওকত আলীকে যার হাত ধরে এগিয়ে চলা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) এর নির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্বভার দিয়ে যাওয়ার সম্মান ধরে রাখতে পেরেছি। সর্বদাই দোয়া করি প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল (অব:)শওকত আলীকে আল্লাহ তায়ালা যেন সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন, আমিন।

সবাইকে ধন্যবাদ।

তারিখ ঃ ২৩ নভেম্বর ২০২৪ ইং।

নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী'র সংক্ষিপ্ত জীবনী

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার বাহের দিঘীরপাড় গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৯৩৭ সনের ২৭ জানুয়ারি পিতা: মুন্সী মোবারক আলী ও মাতা: মালেকা বেগম পরিবারের ঘর আলোকিত করে জন্ম গ্রহণ করেন শওকত আলী। তিনি বাল্যকালে নিজ গ্রামের ভুঁইয়া বাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা, খেপুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে গণিতে লেটারসহ প্রথম বিভাগে এসএসসি এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে এইচএসসি ও স্নাতক (বি.কম) পাশ করেন । ১৯৫৮ সালে স্নাতক পাশ করেই ঐ বছর পাকিস্তান আর্মিতে কমিশন র‍্যাঙ্কে পদস্ত সেনা অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। তার পোস্টিং হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচির মালি ক্যান্টনমেন্ট।

১৯৬৫ সালে তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। দেশ প্রেমিক, দূরদর্শী ও বিচক্ষণতাপ্রবন শওকত আলী সাহেব পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পদস্ত কর্মকর্তা হিসাবে থাকাকালীন পূর্ব বাংলার বৈষম্য লক্ষ্য করেন। চাকুরিতে যোগদানের পর থেকে বাঙালিদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ তাঁর মনে রেখাপাত করে এবং নিজ জন্মভূমি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হতে থাকে। ১৯৬০ সাল হতে তিনি কিছু সংখ্যক সশস্ত্রবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন। এই ষড় যন্ত্রের তথ্য জানতে পেরে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালে তাঁকেসহ ৩৪জন সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিবর্গকে বন্দি করে। এর পরেই তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেও গ্রেপ্তার করে। বন্দি অবস্থায় তাঁকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হিসেবে সাক্ষী প্রদান করলে মুক্তি দেওয়া হবে বলে জ্ঞাত করা হয়। কিন্তু তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তাঁর উপর নির্মম শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। এই নির্যাতনের পরেও তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁকে সামরিক সরকার অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত করে। এর পর থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু ও কর্নেল এম.এ.জি ওসমানীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ভাষণের পর তিনি বঙ্গবন্ধু ও কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেন এবং দেশমাতৃকা স্বাধীন করার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন বলে জ্ঞাত করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তারের পর ২৭শে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে কিন্তু তিনি পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। মাদারীপুর মহাকুমায় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠক করে তিনি তাঁদেরকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। মাদারীপুর মহাকুমা জনগণ তাঁকে অধিনায়ক হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি মাদারীপুর কলেজে সদর দপ্তর স্থাপন করেন। পুলিশ, আনসার, ছাত্র ও তরুণদের নিয়ে তিনি কিছু একনলা/দুনলা বন্দুক দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। তারপর তিনি ৯ই এপ্রিল তাঁর দল নিয়ে আগরতলা পৌঁছেন এবং তাঁর বন্ধু মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু করেন। তারপর তিনি ও স্টুয়ার্ড মুজিব অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে মাদারীপুরে ফেরত এসে অপারেশন শুরু করেন। তাঁর অধীনে ছিল ফরিদপুরের স্টুডেন্ট কোম্পানিগুলো। বিজয়ের পরে তিনি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পরিচালক অর্ডন্যান্স সার্ভিসেস হিসেবে তিনি বিশাল অবদান রেখেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খুনি ক্যাপটেন মাজেদ ও কিছু সংখ্যক বিপথগামী সৈনিক তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে কিন্তু তিনি অক্ষত অবস্থায় চলে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁকে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত করা হয়। তারপর তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান করেন এবং ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট সদস্য নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নীতি আদর্শ বিসর্জন দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে তিনি ১৯৭৮ সালে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন "মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ"।

১৯৮২ সালের মে মাস থেকে ১৯৮৩ সালের সেপটেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৬ মাস স্বৈরাচারী শাসক হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে তিনি কারাবরণ করেন। ২০০৩ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের সময় তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিরোধী দলের হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি এবং নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। তা ছাড়া ঐ সংসদে পিটিশন কমিটি, সরকারি হিসাব কমিটি এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সালে অষ্টম সংসদে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, যেখানে তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির এবং বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত

সাধারণ নির্বাচনে নবম সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০০৯ সালের ২৫শে জানুয়ারি তিনি সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। ২০১৩ সালে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৬ বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় নড়িয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজসহ অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বদ্যালয় এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু কলেজ, মিরপুর, ঢাকাসহ বেশ কিছু কলেজ ও উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতি/সদস্য ছিলেন।

সংসদীয় দলের সদস্য হিসেবে তিনি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সুইডেন,দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক সংসদীয় সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিদলের নেতা হিসেবে ২০০৯ সালে ইথিওপিয়া, ২০১০ সালে থাইল্যান্ড, ২০১১ সালে পানামা এবং সুইজারল্যান্ড সফর করেন। তিনি সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে প্ল্যানারী সেশনে বক্তব্য রাখেন। তা ছাড়াও ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক কাজে তিনি ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, জাপান, ভারত, নেপাল সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব ভ্রমণ করেন।

কর্ণেল শওকত আলীর প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পুরস্কার/সম্মাননা/পদক ইত্যাদির বিবরণ:

ক্রমিক নং	পুরস্কার/সম্মাননা/পদকের নাম ও প্রাপ্তির বৎসর	পুরস্কার/সম্মাননা/পদক যে কাজের জন্য পাইয়াছেন	মন্তব্য
০১	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্বর্ণপদক	মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য আঞ্জু মোনোয়ারা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন কর্তৃক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন।	মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি।
০২	মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল	মাদার তেরেসা রিসার্চ কাউন্সিল	দেশের প্রতি তাঁর অবদানের স্বীকৃতি।
০৩	পিকেএসএফ (পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন)	আজীবন সম্মাননা	দেশ সেবার স্বীকৃতি

কর্ণেল শওকত আলীর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা/প্রবন্ধ/বই ইত্যাদির বিবরণ:

ক্রমিক নং	প্রকাশিত গবেষণা/প্রবন্ধ/বই ইত্যাদির শিরোনাম	প্রকাশক/জার্নালের নাম, প্রকাশনার স্থান ও বৎসর	মন্তব্য
০১	কারাগারের ডায়েরি	ম্যাগনাম ওপাস, ১২ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা-১০০০; ISBN 984-70040-0008-4; প্রকাশের বছর: ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৪	সারা জীবনের আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে বার বার কারাবরণ করতে হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত কারাগারের ডায়েরি বইটি।
০২	Armed Quest for Independence	Agamee Prakashani; 36 Banglabazar, Dhaka-1100; ISBN 984 401 676 2; Date of Publication: 2001	STATE VS. SHEIKH MUJIBUR RAHMAN & OTHERS (AGARTALA CASE)

ক্রমিক নং	প্রকাশিত গবেষণা/প্রবন্ধ/বই ইত্যাদির শিরোনাম	প্রকাশক/জার্নালের নাম, প্রকাশনার স্থান ও বৎসর	মন্তব্য
০৩	সত্য মামলা আগরতলা	প্রথমা প্রকাশন; সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫; ISBN 978 984 8765 609	ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার উপর লেখা। লেখক এই মামলার ২৬ নম্বর অভিযুক্ত। এই মামলার প্রকৃত নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য অভিযুক্ত'। এই মামলাকে কেন্দ্র করে '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়। সেই আন্দোলনের ফলে ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ ৩৪ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হরা হয়।
০৪	বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আমার কিছু কথা	মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা -১১০০। ISBN 984-70131-0249-4; একুশে বইমেলা ২০১২।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে রচিত।
০৫	গণপরিষদ থেকে নবম জাতীয় সংসদ	আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। ISBN: 9789840418428; প্রকাশের বছর: ফেব্রুয়ারি ২০১৬।	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নয়টি অধিবেশনের সারসংক্ষেপ বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।
০৬	মাসিক মুক্তি	মাসিকমুক্তি, পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, পলাশী অ্যাপার্টমেন্ট, প্লট নং-৩০/এ, বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল শওকত আলী সড়ক, রোড-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০ প্রকাশকাল: ১৯৯২-বর্তমান।	কর্নেল শওকত আলী কর্তৃক প্রকাশিত জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মুখপত্র নিয়মিতভাবে গত ৩১ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

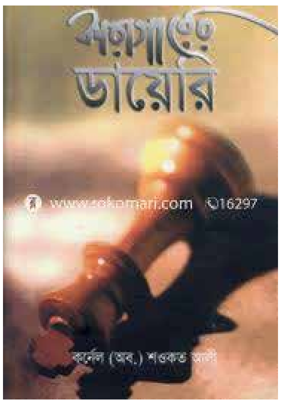

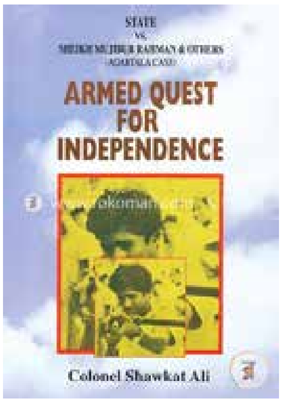

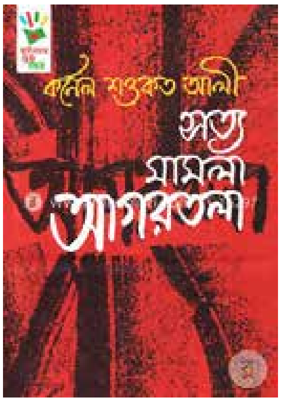

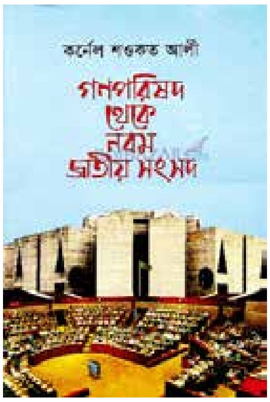

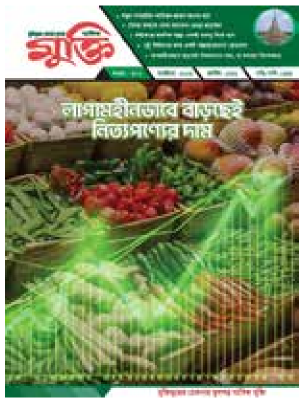

কর্ণেল শওকত আলীর সামাজিক/সাংস্কৃতিক/ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম :

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের নাম ও সময়কাল	মন্তব্য
০১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য, শরীয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি	১৯৭৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮, ২০১৩ সালে মোট ৬ বার আওয়ামী লীগের মনোনীত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
০২	বঙ্গবন্ধু পরিষদ	প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মন্ডলীর সদস্য	২০২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ছিলেন।
০৩	মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি। ৯১, নবাবপুর রোড, ঢাকা।	প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান	আমৃত্যু চেয়ারম্যান ১৯৭৮ থেকে ২০২০ পর্যন্ত।
০৪	প্রজন্ম-৭১	প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত	২০২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন।
০৫	আফ্রো-এশীয় গণসংহতি সংস্থা (আপসো)	কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন	
০৬	বিশ্বশান্তি পরিষদ বাংলাদেশ	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন	
০৭	৭১ ফাউন্ডেশন	প্রধান উপদেষ্টা	২০২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।
০৮	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ডাকঘর: নড়িয়া, উপজেলা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর	প্রতিষ্ঠাতা	২০২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন।
০৯	কীর্তিনাশা ক্লাব ডাকঘর: নড়িয়া, উপজেলা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর	প্রতিষ্ঠাতা	
১০	নড়িয়া গণ-পাঠাগার ডাকঘর: নড়িয়া, উপজেলা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর	প্রতিষ্ঠাতা	
১১	রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	২০২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আজীবন সদস্য ছিলেন।	
১২	বাংলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি ভবন, ঢাকা-১০০০	২০২০ সালে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আজীবন সদস্য ছিলেন।	
১৩	মাজেদা হাসপাতাল, নড়িয়া, শরীয়তপুর	প্রতিষ্ঠাতা	
১৪	নড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, নড়িয়া, শরীয়তপুর	প্রতিষ্ঠাতা	শরীয়তপুর জেলার একমাত্র বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

একনজরে 'নুসা'

নুসা পরিচিতি

প্রেক্ষাপট:

১৯৭৯ সালে কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী প্রথম বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরে নড়িয়া বি.এল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে বিজয় মঞ্চ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য অলাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে "নড়িয়া থানা বেসরকারী উন্নয়ন সমিতি'র নাম ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে এ নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত নাম 'নুসা' হয়। নুসা প্রথমতঃ নড়িয়া উপজেলাব্যাপী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে থাকে পরবর্তীতে শরীয়তপুর জেলায় এবং বর্তমানে মাদারীপুর, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, বরিশাল, ফরিদপুর জেলায় ৪০ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

নুসা'র ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্য

ভিশন

নুসা প্রত্যাশা করে সকলের জন্য সমান সুযোগ বিদ্যমান এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা।

মিশন

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক সাম্যতা, আর্থিক সক্ষমতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৃজনশীলতা উন্নয়নের ফলে সমাজের সকলেই সমান সুফল ভোগ করবে।

মূল্যবোধ

» সুশাসন
» মানবাধিকার
» জেন্ডার সাম্যতা
» সক্রিয় অংশগ্রহণ

উদ্দেশ্য

১. দুঃস্থ্য মানুষের কল্যাণ সাধন, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সহায়তা প্রদান।
২. শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, তথ্য প্রযুক্তি, ক্রীড়া, চারুকলা ইত্যাদি কর্মসূচী উন্নয়ন।
৩. মা ও শিশুসহ সকল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত, পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীতে সচেতনতা এবং সহায়তা।
৪. স্যানিটেশন, হাইজিন প্রমোশন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা উন্নয়ন।
৫. প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সম্প্রসারণ।
৬. আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষত, তথ্য প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষায় বিভিন্ন ট্রেডে যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানে সহযোগিতা করা।
৭. নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার এবং লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা।
৮. বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি।
৯. গণতন্ত্র চর্চায় উদ্বুদ্ধকরন।
১০. মানবাধিকার ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা।
১১. জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ি মনোভাব গড়ে তোলা এবং উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থায়ন।
১২. কিশোর ও কিশোরীদের বিকশিত করা।
১৩. প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন।
১৪. প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।
১৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করা।
১৬. সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা ।
১৭. মানসম্মত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নুসা'র ব্যবস্থাপনিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
১৮. জাতীয় পর্যায়ের সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা।

কার্যক্রম

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে বহুমুখী সেবা প্রদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এর কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিগত বছরগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টপরিস্থিতিতে অভিযোজন সংক্রান্তকর্মসূচী যেমন-জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা, আইনগত সহায়তা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও দক্ষতাবৃদ্ধিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি জোরদার করার লক্ষ্যে এর কর্ম এলাকায় বিভিন্ন কর্মসুচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে নুসা'র ৪০ টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের সহায়তায় ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা তৈরী করে দরিদ্র জনগোষ্ঠির একটি অংশকে মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠিতে পরিনত করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে প্রায় ৫০১১৭টি পরিবারের কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে নুসা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নুসা'র সুবিধাভোগীগণ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ ও তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরনে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের মার্কেটিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বেকার যুবক যুবতীদের আত্মকর্ম সংস্থান এবং দেশী-বিদেশী জব মার্কেটে প্রবেশের জন্য ৩ মাস মেয়াদী আবাসিক কারিগরী ও জেনেরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

বিশেষায়িত ব্যক্তী বান্ধব সংস্থা হিসাবে নুসা তাদের অধিকার সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে নড়িয়াতে ১টি বিশেষায়িত বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাথীদের সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনাসহ সংস্থার নারীদের জন্য নারী বান্ধব কর্মপরিবেশ তৈরী করা হয়েছে।এছাড়া সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ভিক্ষুক পূনর্বাসন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ প্রদান, বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ, গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে জনগনের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিচ্ছে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় 'ভিডব্লিউবি' সুবিধা প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন জীবন দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষণ এবং সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বল্প অনুদানের দ্বারা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। এছাড়া সরকারী মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প ৬৪ জেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে নুসা জাজিরা উপজেলা ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় ৩৮৪০০ জন নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষরতা জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে।

নুসা'র সামগ্রীক কর্ম এলাকার বিবরণ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন সংখ্যা	পৌরসভার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা
শরীয়তপুর	নড়িয়া	১৪	০১	৮২
	জাজিরা	১২	০১	৭৮
	শরীয়তপুর সদর	১১	০১	৭০
	ভেদরগঞ্জ	১৩	০১	৮০
	ডামুড্যা	০৭	০১	৫২
	গোসাইরহাট	০৮	০১	৭৬
মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	০৭	০১	৪১
	শিবচর	১২	০১	৪৫
	কালকিনী	০৯	০১	৪৭
	রাজৈর	০৮	০১	৩৩
মুন্সীগঞ্জ	টঙ্গীবাড়ি	০৮	০১	৩৫
চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	০৭	০	২৭
	হাইমচর	০২	০	২২
	মতলব উত্তর	০৪	০	২৯
বরিশাল	গৌরনদী	০৭	০১	৩২
	হিজলা	০৭	০১	৩৬
	মুলাদী	০৮	০১	৩৫
ফরিদপুর	ভাঙ্গা	০৬	০	৩৪
	সদরপুর	০৪	০	২৬
জেলা ০৬ টি	১৯ টি	১৫৫ টি	১৪ টি	৮৮০ টি

প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী

প্রধান উপদেষ্টা, নুসা
সাবেক মাননীয় ডেপুটি স্পীকার
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী চিরদিন বেঁচে থাকবেন আমাদের হৃদয়ে। তিনিই থাকবেন নুসা'র চিরদিনের প্রধান উপদেষ্টা। আমরা নুসা পরিবার যুগ যুগ ধরে তাঁরই সৃষ্টি 'নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)' কে তাঁর আদর্শ ও নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।

> "সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সকল নিপীরণ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে হবে"
>
> জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী

> "যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা দেশটিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, সেভাবে এখনো গড়ে ওঠেনি"
>
> জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

NUSA

উপদেষ্টা পর্ষদ
০৫ জন উপদেষ্টা নিয়ে গঠিত

পরিচালনা পর্ষদ
০৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত

সাধারণ পর্ষদ
৩১ জন সদস্য নিয়ে গঠিত

কর্মকর্তা ও কর্মচারী
৩৮১ জন

নুসা উপদেষ্টা পর্ষদ

উপদেষ্টা পর্ষদঃ

সংস্থায় সময়োপযোগী পরামর্শ দিয়ে সফল বাস্তবায়নের জন্য পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পর্ষদ রয়েছে। তাঁরা নুসা সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। নুসা'র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে প্রয়াত জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলীর জন্য প্রধান উপদেষ্টার পদ সংরক্ষিত রেখে নতুন পদ কার্যকরী উপদেষ্টা সৃষ্টি করা হয়েছে। ডা. খালেদ শওকত আলী কার্যকরী উপদেষ্টা এবং ৪ জন উপদেষ্টা হিসাবে যথাক্রমে জনাব ফিরোজ শওকত আলী, জনাব গিয়াস উদ্দীন সরদার, মিজ আকিমুন নেছা ও ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল দায়িত্ব পালন করেন।

ডাঃ খালেদ শওকত আলী
কার্যকরি উপদেষ্টা

ফিরোজ শওকত আলী
উপদেষ্টা

গিয়াসুদ্দীন সরদার
উপদেষ্টা

আকিমন নেছা
উপদেষ্টা

ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল
উপদেষ্টা

নুসা পরিচালনা পর্ষদ ২০২৪-২০২৬

পরিচালনা পর্ষদঃ

সংস্থার সঠিক নিয়ন্ত্রণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমোদন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকি করার জন্য নুসা'র ০৭ সদস্যবিশিষ্ট শক্তিশালী একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। উক্ত পর্ষদে ৩ জন নারী সদস্য রয়েছেন। পরিচালনা পর্ষদ সাধারণ পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত হয়ে থাকেন। উক্ত পর্ষদ একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন কোষাধ্যক্ষ ও ৪ জন নির্বাহী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ সংস্থাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করে থাকেন। নুসা'র চেয়ারম্যান জনাব এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ।

পরিচালনা পর্ষদ বছরে অন্তত ৪-৫ টি সভা করে সকল বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
চেয়ারম্যান
আইন ব্যবসা

আব্দুল হাফিজ বেপারী
ভাইস চেয়ারম্যান
ব্যবসা

মোঃ আব্দুল লতিফ
কোষাধ্যক্ষ
চাকুরীজীবি

মেরিনা শওকত আলী
নির্বাহী সদস্য
চাকুরীজীবি

বিএম জাহেদ আলী বেপারী
নির্বাহী সদস্য
ব্যবসা

আঃ রহমান ঢালী
নির্বাহী সদস্য
ব্যবসা

কামরুননাহার দিপালী
নির্বাহী সদস্য
চাকুরীজীবি

নুসা সাধারণ পর্ষদ

সাধারণ পর্ষদঃ

৩১ সদস্যবিশিষ্ট সংস্থার একটি সাধারণ পর্ষদ রয়েছে। সাধারণ পর্ষদের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন পেশা, শ্রেণী ও এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। সংস্থার নীতি প্রণয়নে পরামর্শ ও বাজেট পাশ, সংস্থার বার্ষিক অডিট পরিচালনা, অডিট রিপোর্ট পর্যালোচনা ও পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন করার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে সাধারণ পর্ষদ। বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে থাকেন। নুসা'র সাধারণ পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার প্রায় শতভাগ।

সাধারণ পর্ষদের সভার বিবরণঃ

এযাবৎ বার্ষিক সাধারণ সভা হয়েছে- ৪২ টি।

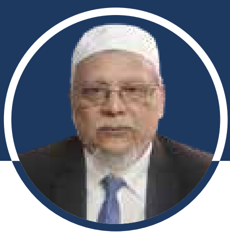

এ্যাডভোকেট ফিরোজ আহমেদ
পিতা: মৃত মোজাফ্ফর আহমেদ
আইন ব্যবসা

ডা. খালেদ শওকত আলী
পিতা: কর্ণেল (অব.) শওকত আলী
চিকিৎসক

আব্দুল হাফিজ বেপারী
পিতা: মৃত আঃ ওয়াহেদ বেপারী
ব্যবসা

ফিরোজ শওকত আলী
পিতা: কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী
মেরিন এক্সিকিউটিভ
অস্ট্রেলিয়া, চাকুরী

মেরিনা শওকত আলী
স্বামী: ইউসুফ আলী জোজো
চাকুরী

মোঃ আব্দুল লতিফ
পিতা: মৃত হাতেম আলী মাষ্টার
চাকুরী

ডা. তানিনা খালেদ আলী
স্বামী: ডা. খালেদ শওকত আলী
চিকিৎসক

ইউসুফ আলী জোজো
পিতা: মৃত কর্ণেল (অব.) এমএম আলী
ব্যবসা

বিএম জাহেদ আলী বেপারী
পিতা: মৃত মনাই বেপারী
ব্যবসা

আঃ রহমান ঢালী
পিতা: মৃত আহাম্মদ ঢালী
ব্যবসায়ী

অধ্যক্ষ আবদুল খালেক
পিতা: মৃত মোঃ মঙ্গল খান
চাকুরী

এমএম শাহজাহান
পিতা: মৃত মীর মোঃ আমিন
চাকুরী

গিয়াসুদ্দীন সরদার

পিতা: মৃত আঃ হামিদ সরদার
অব: সরকারি কর্মকর্তা

শহিদুল ইসলাম (বাবু রাঢ়ী)

পিতা: হোসেন আলী রাঢ়ী
সাবেক মেয়র

দুলাল বেপারী

পিতা: মৃত আঃ মান্নান বেপারী
ব্যবসা

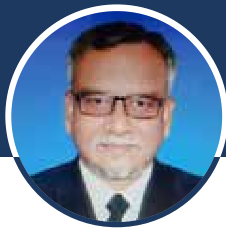

এ্যাডঃ এমএম বশিরুল আলম

পিতা: মৃত আব্দুল আজিজ মাঝি
ব্যবসা

শহিদুল ইসলাম বন্দুকছি

পিতা: মৃত: মহিউদ্দিন আহম্মেদ
চাকুরী

হৃদয় শওকত আলী

পিতা: ডা. খালেদ শওকত আলী
ছাত্র

কামরুননাহার দিপালী

স্বামী: মৃত: আতাউর রহমান স্বপন
শিক্ষক

আলী আজগর চুন্নু

পিতা: মৃতঃ আলী আশ্রাব খালাসী
ব্যবসা

হারুন অর রশিদ

পিতা: মৃতঃ হাতেম আলী চৌকিদার
ব্যবসা

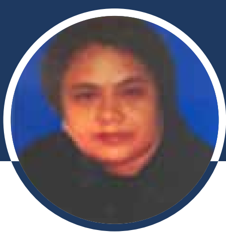

এ্যাডঃ মেহেরুন নেছা খানম

স্বামী: নাজমুল আলম
চাকুরী

খন্দকার ওয়াহেদুর রহমান

পিতা: খন্দকার সাজেদুর রহমান
গবেষক

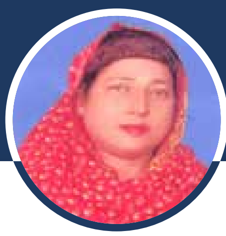

আকিমন নেছা

স্বামী: স্বামী আব্দুর রাজ্জাক
সমাজসেবা

ডাঃ জগদীশ চন্দ্র মন্ডল

পিতা: মৃত সাতকড়ি মন্ডল
চিকিৎসা

মালাবক্স কাজি

পিতা: মৃত বনব আলী কাজি
সভাপতি, প্রবীন কমিটি

মিজ খাদিজা বেগম

স্বামী: মোঃ হান্নান ফকির
চাকুরী

আতাউর রহমান সবুজ খান

পিতা: মৃত ইসমাইল খান
ব্যবসা

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিবরণ ২০২৩-২০২৪

	পুরুষ	মহিলা	মোট
সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট	০৭	০১	০৮
মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট	৬০	০৫	৬৫
স্টাফ	১১০	১৩২	২৪২
সাপোর্ট স্টাফ	২৮	৩৮	৬৬
সর্বমোট	২০৫	১৭৬	৩৮১

| নুসা অর্গানোগ্রাম (২০২৩-২০২৪)

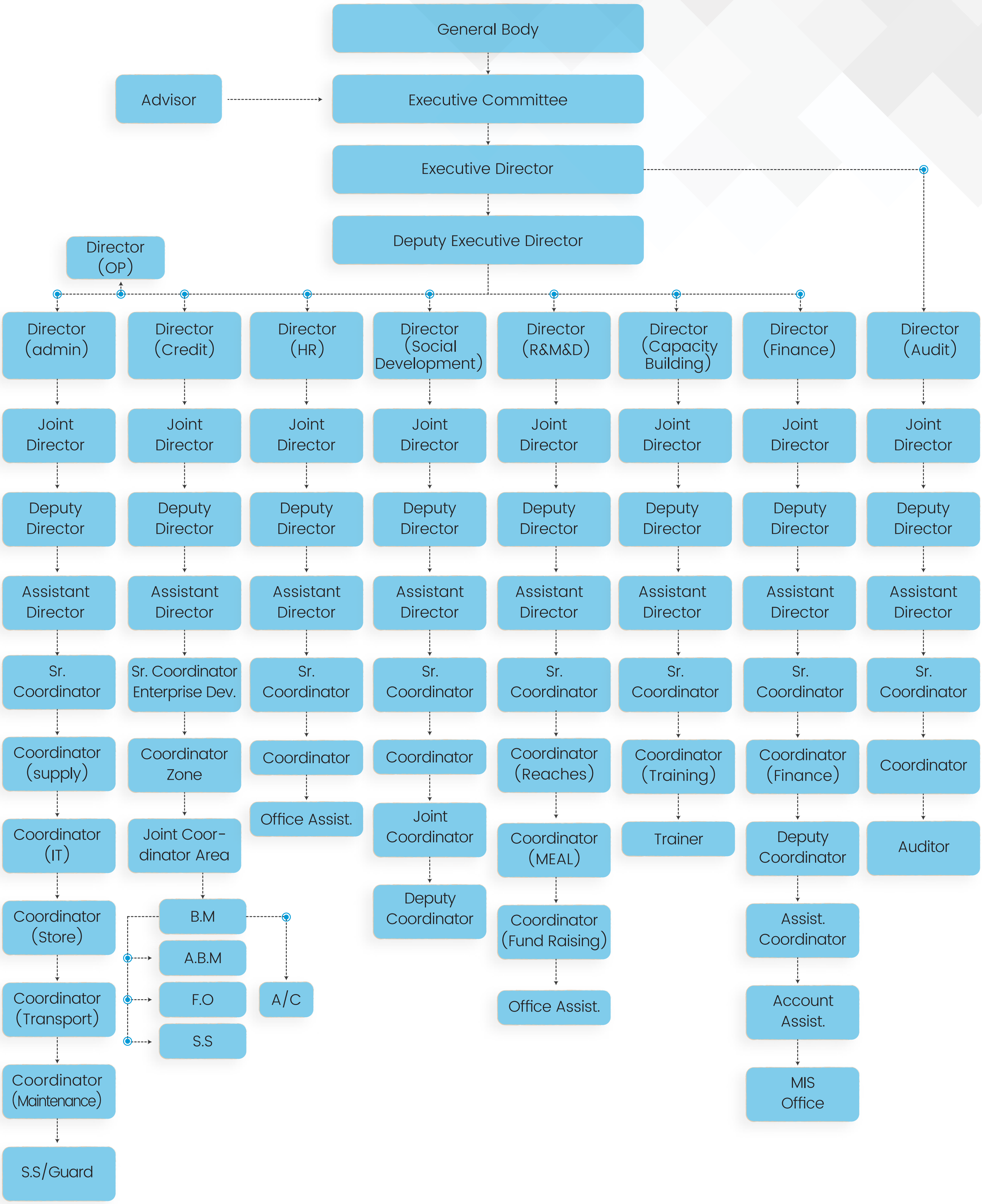

সংস্থার প্রশাসন ও মানব সম্পদ বিভাগ

নুসা'র পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত ও পরামর্শক্রমে মানব সম্পদ পরিচালনা হয়ে থাকে। নির্বাহী পরিচালক পরিচালনা পর্ষদ ও কর্মকর্তা-কর্মীদের মধ্যে প্রশাসন ও মানবসম্পদ সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে থাকে। সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নুসা'র ৮ জন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, ৬৫ জন মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, ২৪৭ জন মাঠ পর্যায়ের স্টাফ এবং ১৬৬ জন সাপোর্ট স্টাফ নিয়োজিত রয়েছেন। সংস্থার উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও পেশাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক স্থাপন, প্রতিস্থাপন, দায়িত্ব বন্টন, মূল্যায়ন ও সুবিধাদি প্রদান, শাস্তির বিধান ইত্যাদি কাজ করে থাকে এই বিভাগ। প্রশাসনিক বিভাগ নতুন অফিস স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণা-বেক্ষণ, যানবাহন ও মালামাল ক্রয়/বিক্রয় ইত্যাদি কাজ করে।

জুন ৩০, ২০২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত নুসা'য় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা মোট ৫৮৬ জন। এর মধ্যে ৩২০ জন নিয়মিত ও ২৬৬ জন প্রকল্প ও খন্ডকালীন স্টাফ । সংস্থায় বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মচারী পদে ৩২৬ জন (৫৬%) নারী কর্মী কাজ করছেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক একজন নারী।তাই নারীর ক্ষমতায়নে সংস্থার এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সংস্থার সকল স্তরে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড বজায় রাখা হয়। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত নিয়োগ কমিটি এতদসংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করে থাকে। নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্ব-স্ব বিষয়ে দক্ষতা তৈরীর ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

এম আই এস সিস্টেম ঃ

নুসা'র ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অটোমেশন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। অটোমেশনের মাধ্যমে নির্ভুলভাবে ক্ষুদ্রঋণ, অর্থ ও হিসাব বিভাগের প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়ে থাকে।অনলাইন অটোমেশনের আওতায় সংস্থার সকল শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সাথে ৪০ টি শাখা কার্যালয় অনলাইন অটোমেশনের আওতাভূক্ত।

অর্থ ও হিসাব বিভাগঃ

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি(নুসা) এর অর্থ ও হিসাব বিভাগ, প্রধান কার্যালয়ে প্রধান হিসাবরক্ষন কর্মকর্তা (হেড অব ফিন্যান্স এন্ড একাউন্টস) এর নেতৃত্বাধীন ০৫ জন কর্মকর্তা এবং শাখা পর্যায়ে ৪০ জন শাখা হিসাব রক্ষকসহ মোট ৪৫ জন দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী নুসা'র অর্থ ও হিসাব কার্য পরিচালনা করে আসছে।

সংস্থার আর্থিক লেনদেনগুলোকে যথাযথভাবে হিসাবের বহিতে লিপিবদ্ধকরন, আর্থিক বিবরনী প্রস্তুতকরন ও হিসাবের সকল নথিপত্র সংরক্ষণ **অর্থ ও হিসাব বিভাগের** প্রধান দায়িত্ব। হিসাব বিভাগ আর্থিক প্রতিবেদন সঠিক ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ ও উপস্থাপন করে। এছাড়া **অর্থ ও হিসাব বিভাগের** অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলো প্রধান অফিস, প্রকল্প অফিস ও শাখার প্রতিটি ব্যয়ের সত্যতা প্রমান করা ও যাবতীয় আয়ের প্রাপ্তিতা নিশ্চিত করা । অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনায় তাদের অন্যতম ভূমিকা থাকে। এছাড়া অর্থ ও হিসাব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মীগন তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি(এমআরএ), পিকেএসএফ, আইএফআরএস, আইএএস, ব্যাংক,এনবিআর , নুসা'র নিজস্ব পলিসি এবং দাতাগোষ্ঠীর প্রদত্ত বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স সঠিকভাবে পালন করে থাকে। একই সাথে আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, বহি : নিরীক্ষক ফার্ম, বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও সংস্থার সকল পর্যায়ে কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় রেখে কার্য পরিচালনা হয়ে থাকে। সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। সংস্থা বিএএস ও আইএএস অনুসরণ করে হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাদি নিশ্চিত করে। প্রতি বছর অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টিং ফার্ম দ্বারা সংস্থার নিরীক্ষার কাজসম্পন্ন করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মেসার্স হাবিব এন্ড সরোয়ার কোং দ্বারা সংস্থার হিসাবাদি নিরীক্ষা করানো হয়েছে।

নুসা'র নীতিমালা সমুহ

নুসা'র কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য নীতিমালা রয়েছে যাহা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। নীতিমালাসমুহ নিম্নে দেওয়া হলো-

| অডিট সেল

অডিট সেলে একজন সহকারী পরিচালক সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নুসা'র চলমান সকল কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে অগ্রগতি যাচাই ও পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রতিবেদন নির্বাহী পরিচালকের নিকট পেশ করেন। সংস্থার অডিট সেল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে এবং তার নিকট জবাবদিহিত করেন। অডিট সেলের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শাখা অফিস এবং প্রকল্প অফিসে দেওয়া হয়। অডিটে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষনের আলোকে স্ব স্ব বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অডিট বিভাগ কর্তৃক সংস্থার ৪০ টি শাখা (মাঠ ও অফিস পর্যায়) এবং প্রধান কার্যালয়সহ সকল প্রকল্প অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে।

নুসা'র নেটওয়ার্কিং

নুসা'র সদস্যভুক্ত বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ও ফোরাম ঃ-

PKSF	CDF	ADAB	AOF
BNF	BFRG	Data Soft	CDD
BSAF	CAMPE	SWID	UNICEF
MJF	NGO FORUM	VWB	BNFE

নুসা'র চলমান কর্মসূচি/প্রকল্প সমূহের বিবরণ

নুসা নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগি ও এনজিও নেটওয়ার্কের সাথে সদস্য হিসেবে উন্নয়নমূলক কাজে ভুমিকা রাখছে।

প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	শুরু থেকে সময়কাল
ঋণ কর্মসূচী	পিকেএসএফ	১৯৯৪ - থেকে চলমান
নুসা সমৃদ্ধি কর্মসূচী	পিকেএসএফ	সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে চলমান
প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০১৭ইং- চলমান
Skill for Investment Employment Project (SEIP)	পিকেএসএফ	০১.০২.২০১৬- থেকে চলমান
কৈশোর কর্মসূচী	পিকেএসএফ	২০২৩-২০২৪
সমন্বিত কৃষি ইউনিট (কৃষি ও প্রাণী)	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০২০- থেকে চলমান
RAISE Project	পিকেএসএফ	২০২৩-২০২৪
দু:স্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি(ভিজিডি)	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয়	জুলাই ২০১৯- থেকে চলমান
নুসা বিশেষ শিক্ষালয়	নুসা নিজস্ব তহবিল	০১ মে ২০১০- থেকে চলমান
কৃষি ইউনিট	পিকেএসএফ/ নুসা	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
ছাগল পালন কর্মসূচি	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	০১ এপ্রিল ২০২০- থেকে চলমান
সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী	নুসা'র নিজস্ব	জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৪
নড়িয়া গণ পাঠাগার	নুসা/ সরকারি অনুদান	০১ জানুয়ারি ১৯৯১- থেকে চলমান
সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প	নুসা/ সরকারি অনুদান	১৯৯৮- থেকে চলমান

| নুসা'র সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের বিবরণ

ক্র. নং	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল	বাজেট (কোটি টাকায়)
১.	এনআইএইচপি	অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশন	১৯৯৭	০.০৪
২.	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	এনজিও ফোরাম	১৯৯৯	০.০০৫
৩.	বাড়ীর আঙ্গিনায় সবজি চাষ	ডিপিআইএফ, খামারবাড়ী	২০০০	০.০২
৪.	বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প	ডিএনএফপিই	১৯৯৯ - ২০০১	০.১০
৫.	মিনি নার্সারী	ডিপিআইএফ,খামারবাড়ী	২০০১	০.০২
৬.	কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট(সিডিপি)	ডিএফআইডি, বৃটিশ হাই কমিশন	২০০০ - ২০০১	০.১৪
৭.	গণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প	প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন	২০০০ -২০০২	০.০৫
৮.	ট্রিকল আপ প্রকল্প	নিউ ইয়োর্ক/আইভিএস	২০০২-২০০৩	০.০২
৯.	আমাদের স্কুল প্রকল্প (এএসপি)	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৬ - ২০১২	১.০৩
১০.	জরুরী ত্রাণ বিতরণ	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৭	২.৬৩
১১.	বন্যাপরবর্তী পূনর্বাসন	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৮	০.৮৮
১২.	আইনগত সহায়তা প্রকল্প	বিএন ডাব্লিউ এল এ, ঢাকা	২০০৭- ২০০৯	০.০২
১৩.	ওয়াশ ফর স্কুল ক্যাম্পেইন	কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড	২০০৯ - ২০১১	০.৪৮
১৪.	দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের শতভাগ ভর্তি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়	২০১০ - ২০১১	০.১০
১৫.	সেনিটেশন, হাইজিন (স্বাস্থ্য) শিক্ষা ও পানি সরবরাহ, বাংলাদেশ প্রকল্প (শেওয়াবি)	জিওবি- ইউনিসেফ	২০০৯-২০১২	০.৩০
১৬.	পি ওয়াশ প্রকল্প (সেনিটেশন)	এনজিও ফোরাম, ফরিদপুর	২০১১ - ২০১৫	০.৩৭
১৭.	মৌলিকসাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা) ১ম ধাপ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২০১৭ - ২০১৮	০.৪২
১৮.	পার্টিসিপেটরী একশন টুওয়ার্ডস রেসিলিয়েন্ট স্কুল এন্ড এডুকেশন সিস্টেম	একশন এইড বাংলাদেশ ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ	২০০৯-২০১০	০.৩৭
১৯.	মাইক্রোফিন্যান্স এন্ড টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রজেক্ট (এমএফটিএস)	পিকেএসএফ	২০০৬ - ২০১০	৪.৩৭
২০.	গৃহায়ন প্রকল্প	গৃহায়ন তহবিল,বাংলাদেশ ব্যাংক	২০০০ - ২০১০	০.৭০
২১.	ভাইয়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন	ইউএনএইডস	২০১০ - ২০১২	০.০৯
২২.	মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মান	জাপান এম্বাসী, বাংলাদেশ	২০১১-২০১২	০.৭৫

ক্র. নং	প্রকল্প/কর্মসূচী	দাতা সংস্থা	সময়কাল	বাজেট (কোটি টাকায়)
২৩.	মাল্টি ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মান	জার্মান হাইকমিশন,বাংলাদেশ	২০১২-২০১৩	০.১২
২৪.	স্যানিমার্ট (ন্যাপকিন) প্রকল্প	প্রাকটিক্যাল একশন,বাংলাদেশ	২০১৩	০.০০৪
২৫.	প্রতিবন্ধী পূনর্বাসন প্রকল্প	সিডিডি ও এমজে এফ	২০১০ - ২০১৩	০.২৫
২৬.	এক্সপান্ড হায়ারলেভেল এডভোকেসি টু ক্রিয়েট ইনেবলিং এনভায়রনমেন্ট	সেভ দা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল	২০১৩	০.০৩
২৭.	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বাংলাদেশ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার	২০১২ - ২০১৩	০.২২
২৮.	ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০১৩ - ২০১৪	০.০৯
২৯.	সবার জন্য স্যানিটেশন	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১২ - ২০১৪	০.০৪
৩০.	মুখোমুখী প্রকল্প	টি এ এফ ও আইইডি	২০১১ - ২০১৪	০.১৮
৩১.	স্যানিটেশন ফর অল	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১২ - ২০১৪	০.০৪
৩২,	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামিন উন্নয়ন প্রকল্প	এলজিইডি ও জাইকা	২০১২ - ২০১৪	০.২২
৩৩.	দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১৫- ২০১৫	০.০৩
৩৪.	শিক্ষা সহায়তা প্রকল্প (ইএসপি)	ব্র্যাক	২০১১ - ২০১৫	০.৬৮
৩৫.	মেকিং ওমেন লিগ্যাল রাইটস এ রিয়েলিটি ইন বাংলাদেশ (MWLRB)	BNWLA	২০১৩ - ২০১৬	০.৬৯
৩৬.	মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রকল্প	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০১৪ - ২০১৬	০.০৯
৩৭.	কমুনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (সিডিপি)	ডিএফআইডি	২০০০ - ২০১৬	১.৫০
৩৮.	প্রোমোটিং রাইটস অব পিপল উইথ ডিজএ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ লোকাল গভর্নেন্স এন্ড সার্ভিস প্রোভাইডিং ইনসটিটিউশান (PRPD-DI)	এমএজএফ/ মাধ্যম সিডিডি	২০১৩ - ২০১৬	০.৪২
৩৯.	ভালনারেবল গ্রুপ ডেপেলভমেন্ট(ভিজিডি)	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	২০০৭ - ২০২০	২.৭৭
৪০.	মৌলিকসাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪জেলা) ২য় ধাপ	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	২০১৯ - ২০২১	১.৫০
৪১.	দরিদ্র নারীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০১৭ - ২০১৮	০.০২
৪২,	ছাগল পালন কর্মসূচী	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২০২১-২০২২	০.০৩
৪৩.	পদ্মা পাড়ের খামারিদের গাভী পালনের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প	পিকেএসএফ/ নুসা	২০১৭ - ২০২০	১.৩০
মোট প্রকল্প ব্যয় টাকা				২৩.১১

প্রশিক্ষণ বিভাগ

“নুসা মাল্টি-ডাইমেনশনাল ট্রেনিং কমপ্লেক্স” নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)’র একটি অত্যাধুনিক মানের প্রশিক্ষণ সেন্টার। পাঁচ তলা ভবন বিশিষ্ট এই প্রশিক্ষণ সেন্টারে উন্নতমানের প্রশিক্ষণের সকল সুযোগ সুবিধাসহ থাকা-খাওয়ার প্যাকেজ রয়েছে। এই সেন্টারে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ চলমান আছে। নুসা’র নিজস্ব প্রশিক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা সভা সেমিনার ও প্রশিক্ষণের জন্য এই সেন্টার ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়াও উন্নত মানের আবাসন থাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভিজিটর, অডিটর ও দর্শনার্থীরা এই সেন্টারে অবস্থান করেন।

নুসা’র উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানো যার ফলে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি হবে এবং কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

নুসা’র একটি প্রশিক্ষণ সেল আছে যাদের কাজ হলো প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা তৈরী করা, মডিউল সিডিউল আপডেট করা এবং পরিকল্পনামাফিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা ও বিভিন্ন সহযোগি সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে নুসা’র ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া। এছাড়া নুসা’র একটি দক্ষ রিসোর্স পুল আছে যাদের কাজ হলো নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নুসা’র যে সকল মডিউল আছেঃ

১. ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মৌলিক প্রশিক্ষণ
২. ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৩ হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৪ দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৫ সঞ্চয় ও ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৬ মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ
৭ কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ
৮ নুসা দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৌলিক প্রশিক্ষণ
৯ উদ্যোক্তা উন্নয়ন
১০ হাঁস-মুরগী পালন
১১ গরু ও ছাগল পালন
১২ আধুনিক পদ্ধতিতে শাক-সবজি চাষ
১৩ ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিছন্নতা
১৪ নারীর ক্ষমতায়ন
১৫ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি

সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরী করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রশিক্ষণ মডিউল নিম্নরুপ ঃ-

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নুসা'র প্রশিক্ষণ বিভাগ যে সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে তা নিম্নরুপ ঃ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	ব্যাচ সংখ্যা	জন সংখ্যা
১.	স্ট্রাটেজিক প্লানিং ওয়ার্কসপ	০১	৪৬ জন
২.	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মৌলিক প্রশিক্ষণ	০২	৫০ জন
৩.	হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২	৪৪ জন
৪.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	২০ জন
৫.	ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	২৫ জন
৬.	স্যানিটারি ন্যাপকিন তৈরী ও বাজারজাতকরণ	০১	২০ জন
৭.	স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২	৫০ জন
৮.	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬	৪০০ জন
৯.	SEIP প্রকল্পের আওতায় দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ	১০	২৫০ জন
মোট		৩৬ ব্যাচ	৯০৫ জন

জুলাই ২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত নুসা'র কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের তথ্য নিম্নরুপ ঃ

ক্র. নং	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	কোর্সের নাম	মেয়াদ কাল	ভেন্যু/আয়োজক সংস্থা
১.	তপন চন্দ্র দাস	অভ্যন্তরীন নিরীক্ষক	প্রধান অফিস	VAT & TAX	০৫ দিন	পিকেএসএফ
২.	মোঃ নূরুজ্জামান	ট্রেনিং অফিসার	এমটিসি	Financial Management	০৫ দিন	ফিমা
৩.	মোঃ সাইদ মাহমুদ	সহকারী হিসাব রক্ষক	প্রধান অফিস	VAT & TAX Policies	০৩ দিন	সিডিএফ
৪.	উদয় শওকত আলী	উপ-পরিচালক	প্রধান অফিস	Executive Leadership Training	০৪ দিন	পিকেএসএফ
৫.	মারুফ হাসান তারেক	এরিয়া ম্যানেজার	প্রধান অফিস	Software Based Monitoring & Supervision	০৪ দিন	পিকেএসএফ
৬.	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	উপ-পরিচালক	প্রধান অফিস	procurement & Inventory Management	০৫ দিন	পিকেএসএফ
৭.	শাওন গলাইয়া	এইচ আর সহকারী	প্রধান অফিস	Human Resource Management	০৫ দিন	পিকেএসএফ
৮.	মোঃ নূরুজ্জামান	ট্রেনিং অফিসার	এমটিসি	Training of Trainer (ToT)	০৫ দিন	পিকেএসএফ
৯.	মুক্তা আক্তার	হিসাব সহকারী	ভোজেশ্বর	Accounting for Non Accounts	০৫ দিন	পিকেএসএফ
১০.	মোঃ কবির হোসেন	উপ-পরিচালক	প্রধান অফিস	Leadership for Development Professionals	০৫ দিন	পিকেএসএফ

প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত নুসা'র একটি দক্ষ রিসোর্সপুল রয়েছেঃ-

ক্র. নং	নাম	পদবী	মন্তব্য
১.	মিজ মাজেদা শওকত আলী	নির্বাহী পরিচালক	
২.	জয়দেব চন্দ্র কুন্ডু	পরিচালক	
৩.	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	যুগ্ম-পরিচালক	
৪.	মোঃ কবির হোসেন	যুগ্ম-পরিচালক	
৫.	মোঃ আমিনুল হক মিন্টু	যুগ্ম-পরিচালক	
৬.	উদয় শওকত আলী	যুগ্ম-পরিচালক	
৭.	মোঃ ফারুক হোসেন	সহঃ পরিচালক (অডিট)	
৮.	মোঃ শাহ আলম	সহঃ পরিচালক (ফাইনান্স)	
৯.	মোঃ ফকর উদ্দিন	সমন্বয়কারী	
১০.	মোঃ শওকত হোসেন	সমন্বয়কারী	
১১.	মোঃ ফিরোজ উদ্দিন	আঞ্চলিক ম্যানেজার	
১২.	উজ্জল ব্যানার্জি	আঞ্চলিক ম্যানেজার	
১৩.	মোঃ একাব্বার হোসাইন	সমন্বয়কারী	
১৪.	আছিয়া খাতুন রুমা	উপ-সমন্বয়কারী (প্রশিক্ষণ)	
১৫.	মোঃ নূরুজ্জামান	প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা	
১৬.	এস,এম, মিজানুর রহমান	এরিয়া ম্যানেজার	
১৭.	মোঃ আমির হোসেন আমু	এরিয়া ম্যানেজার	
১৮.	মোঃ নুরমোহাম্মদ	এরিয়া ম্যানেজার	
১৯.	মারুফ হাসান তারেক	এরিয়া ম্যানেজার	
২০	মোঃ মাহমুদুর রহমান	মৎস্য কর্মকর্তা	
২১.	মোঃ রাসেদুজ্জামান	প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা	
২২.	মোঃ হাসানুজ্জামান	কৃষি কর্মকর্তা	

| স্কীল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP)

সময়কাল ঃ নভেম্বর ২০২২ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত।

দাতা সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

বাজেট ঃ ১,১৬,৯৪,৯৫০/-

ট্রেডভিত্তিক বাজেট নিম্নরুপ ঃ

ক্র. নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদকাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	বাজেট/টাকা
১.	অটো মেকানিক্স	৩ মাস	২৫ জন	১০,১১,৪৭৫
২.	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	৩ মাস	৭৫ জন	২৯,৭১,১৭৫
৩.	ফ্যাশন গার্মেন্টস	৩ মাস	৭৫ জন	২৯,৪৩,৬৭৫
৪.	কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স	৩ মাস	৫০ জন	১৯,৫১,৪৫০
৫.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৩ মাস	৭৫জন	২৮,১৭,১৭৫
মোট			৩০০ জন	১,১৬,৯৪,৯৫০

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ১৫-৪৫ বছর বয়সসীমার মধ্যে অবস্থান করছেন এবং এই বিপুল জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশই প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। ফলে তাদের কাঙ্খিত অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা অর্জিত হচ্ছেনা। যার ফলশ্রুতিতে পরিবার ও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাঙ্খিত অবদান রাখতে পারছে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ত্বরান্বিতকরণে বৈদেশিক রেমিটেন্সের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মরত সিংহভাগ বাংলাদেশিই অদক্ষ অথবা দক্ষ যারা নিম্নকর্ম পরিবেশে নিম্ন মুজুরীর কর্মে নিয়োজিত। বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক রেমিটেন্সের উচ্চ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ সম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের মধ্যে হতে প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্তদের চাহিদা মাফিক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরীর লক্ষ্যে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), সুইস এজেন্সি ফর ডেভলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন (SDC) এর অর্থায়নে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর কারিগরী সহায়তায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) ও নড়িয়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (এনপিআই) যৌথভাবে Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে।

লক্ষিত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ঃ ৩০০ জন।

লক্ষ্য ঃ

কর্মক্ষম যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ

১। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদ তৈরী করা;
২। আয় ও উৎপাদনশীল মুজুরীভিত্তিক কর্ম সংস্থান সৃস্টি করা;
৩। আত্ম-কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৪। প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবার ও ব্যক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা;
৫। বিদেশের বাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের রেমিটেন্স আয় করা;
৬। বেকারত্ব লাঘব এবং কল-কালখানায় দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;

কর্মএলাকা ঃ

বাংলাদেশের যে কোন জেলার নাগরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে।

কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

১. নির্ধারিত যে কোন একটি ট্রেড ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
২. অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩. প্রতিটি ট্রেডের জন্য ২ জন প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ করানো হয়;
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের জব ভিত্তিক প্রশিক্ষণ মান যাচাই ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়;
৫. প্রতিটি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ করানো হয়;
৬. সকল প্রশিক্ষণার্থীর ৩ মাস মেয়াদি আবাসন ব্যবস্থা নিশিচত করা হয়;
৭. ৮০% প্রাকটিক্যাল ও ২০% থিউরিক্যাল ক্লাস করানো হয়;
৮. প্রশিক্ষণে সাধারণ জ্ঞান, ইংরেজি ভাষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়;
৯. প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ট্রেডভিত্তিক কর্মপরিবেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়;
১০. প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের বিনোদন, খেলাধুলা ও পিকনিকের ব্যবস্থা করা হয়;
১১. কোর্স শেষে সরকারি তালিকাবদ্ধ একজন এ্যাসেসর দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়ন করানো হয়;
১২. প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে সনদপত্র ও ব্যাগ এবং পুরস্কার দেওয়া হয়;
১৩. আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মূলধন সহায়তা ও কারিগরি ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে;
১৪. প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের জন্য পরামর্শ প্রদান ও কল-কারখানায় নিয়ে যাওয়ার সহায়তা করা হয় এবং
১৫. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় নথি সংরক্ষণ ও কর্মজীবনের তথ্য নিয়মিত রাখা হয়।

অর্জন ঃ ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত

ক্র. নং	ট্রেড/কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা	কোর্স সমাপ্তকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	অর্জন (কর্মসংস্থান) ৩য় ধাপের ২য় চুক্তির তথ্য
১.	ইলেকট্রিক্যাল ইনস্ট্রলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স	৩ মাস	৫০ জন	২৫ জন	২৪ জন কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
২.	মোবাইল ফোনসার্ভিসিং	৩ মাস	২৫ জন	৫০ জন	৪৭ জন কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৩.	ফ্যাশনগার্মেন্টস	৩ মাস	২৫ জন	৫০ জন	৪৮ জন কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৪.	কনজ্যুমারইলেকট্রনিক্স	৩ মাস	২৫ জন	২৫ জন	২৩ জন কে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
৫.	অটো মেকানিক্স	৩ মাস	২৫ জন	০ জন	প্রশিক্ষণ শেষে ১ মাসের মধ্যে কমপক্ষে ৭০% প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে
মোট			১৫০ জন	১৫০ জন	

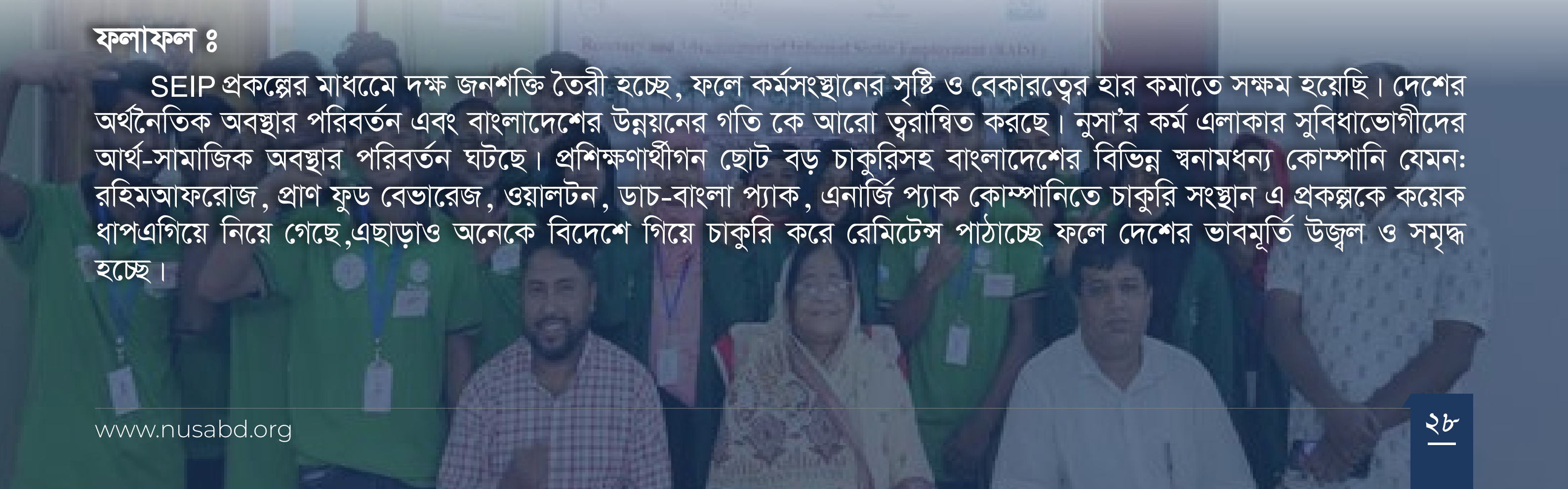

ফলাফল ঃ

SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরী হচ্ছে, ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও বেকারত্বের হার কমাতে সক্ষম হয়েছি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের উন্নয়নের গতি কে আরো ত্বরান্বিত করছে। নুসা'র কর্ম এলাকার সুবিধাভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। প্রশিক্ষণার্থীগন ছোট বড় চাকুরিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য কোম্পানি যেমন: রহিমআফরোজ, প্রাণ ফুড বেভারেজ, ওয়ালটন, ডাচ-বাংলা প্যাক, এনার্জি প্যাক কোম্পানিতে চাকুরি সংস্থান এ প্রকল্পকে কয়েক ধাপএগিয়ে নিয়ে গেছে,এছাড়াও অনেকে বিদেশে গিয়ে চাকুরি করে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছে ফলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্বল ও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

ঋণ কার্যক্রম

সময়কাল ঃ ১৯৯৪ সন থেকে চলমান রয়েছে।

সহযোগী সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন(বিএনএফ), মার্কেন্টাইল ব্যাংক, সাউথ-ইস্ট ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক।

লক্ষ্য ঃ অর্থায়নের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুজি সৃষ্টি করা ও আয়-বর্ধক কাজে ঋণ সহায়তা করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা তৈরী করা।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম মূলত কৃষি, উৎপাদন, ব্যবসা ও সেবা এই ৪ টি সেক্টরকে আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছে।

নিম্নে ঋণ কর্মসূচীর তথ্য চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ-

১. গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) ৫ বছরের গ্রুপ সদস্য অবস্থানের উপস্থাপনা

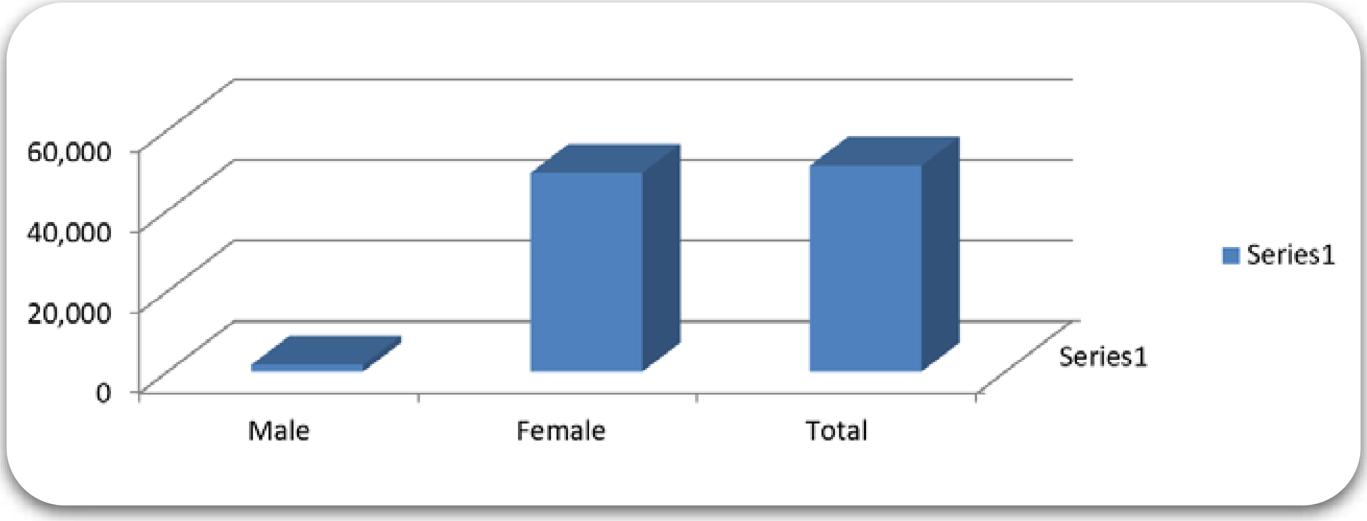

২. কর্মক্ষেত্র

৩. সঞ্চয় পণ্য

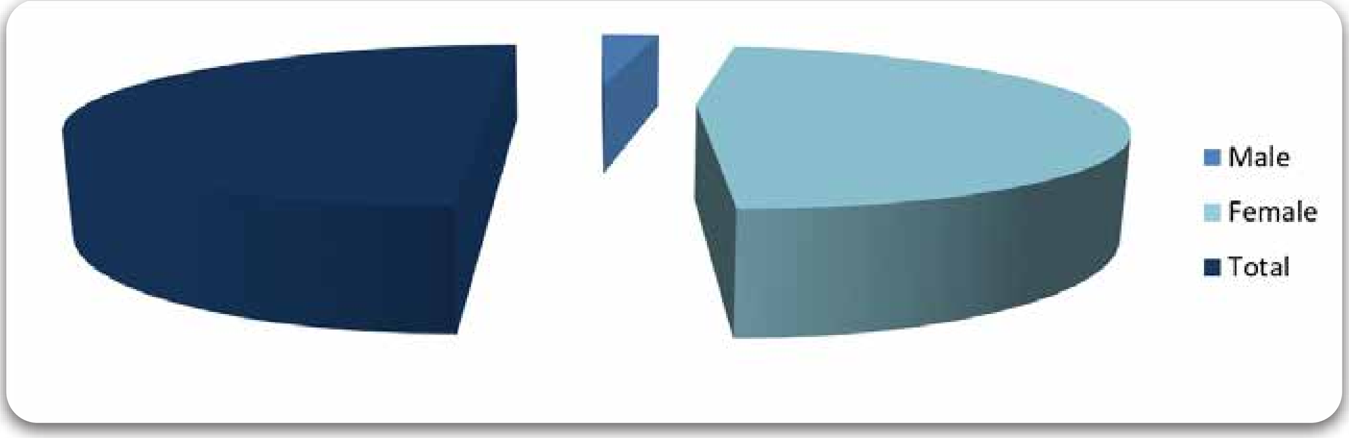

৪. কর্মীদের কাঠামো

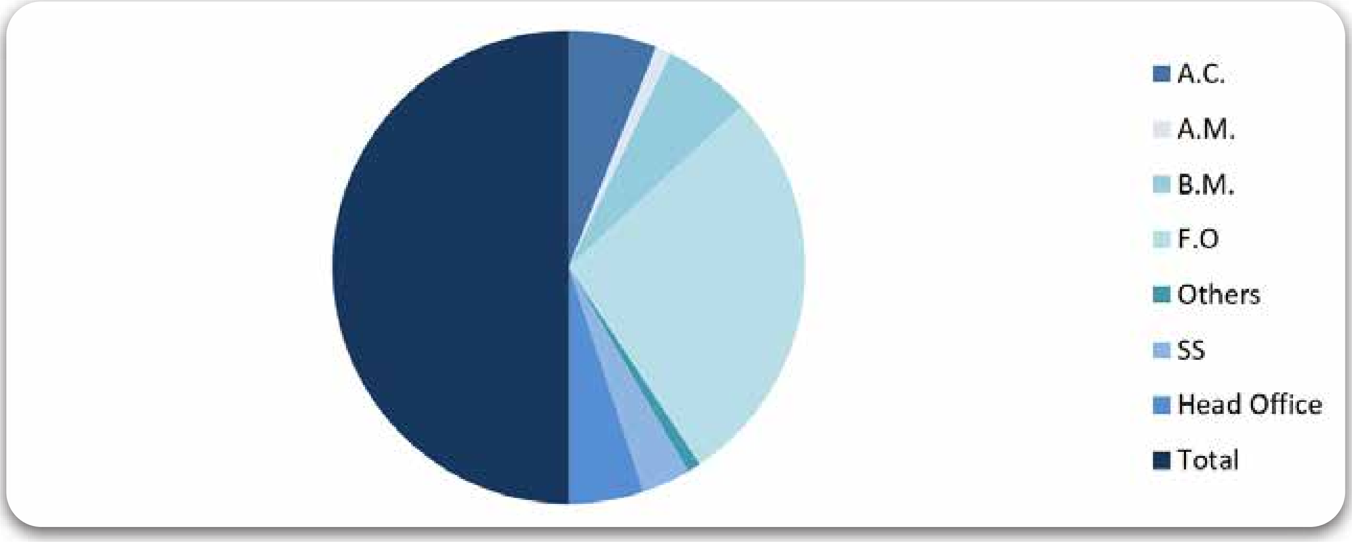

৫. NUSA মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রামের জন্য ৫ বছরের আয় বিবরণীর গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) উপস্থাপনা

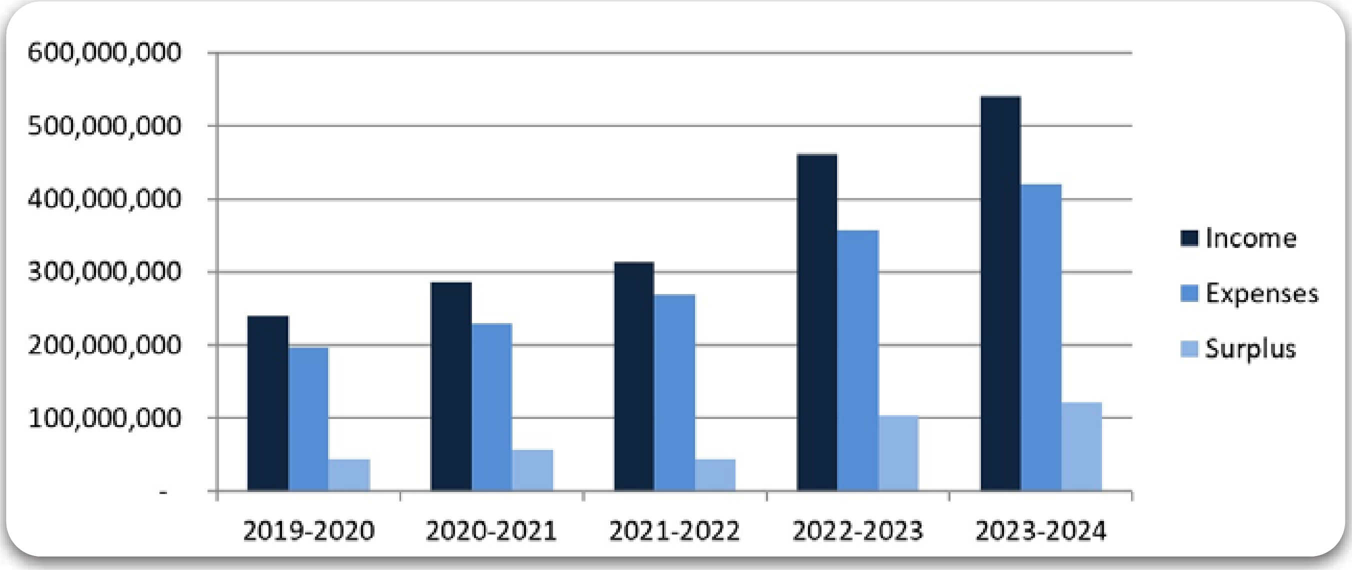

৬. গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) ৫ বছরের সদস্যদের ঋণ পোর্টফোলিও/বকেয়া উপস্থাপনা

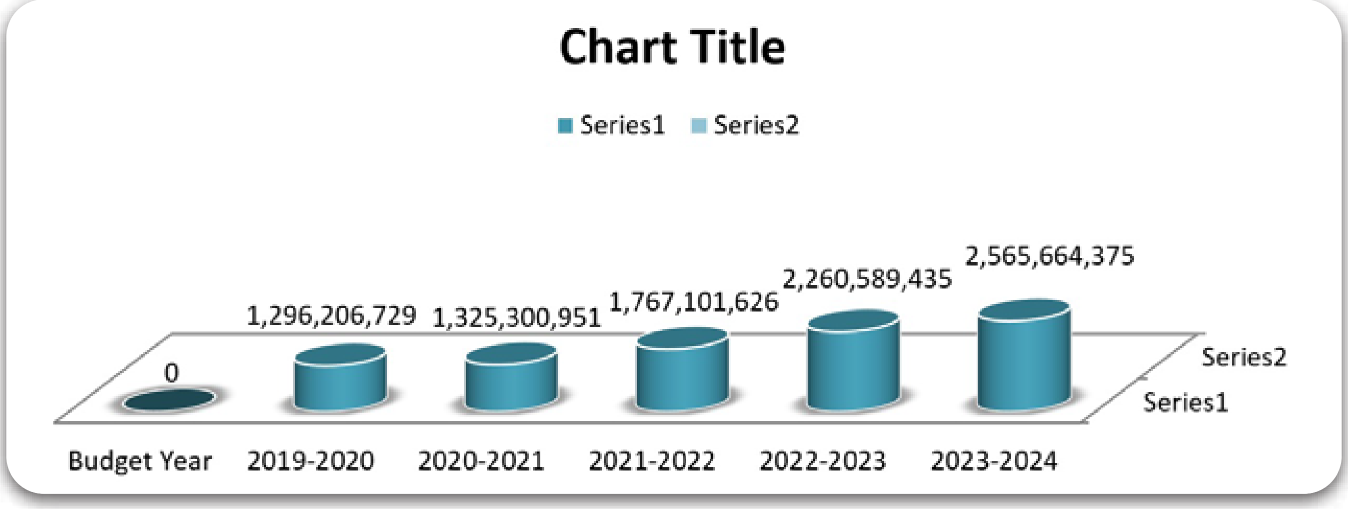

৭. গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) ৫ বছরের সদস্যদের ঋণ বিতরণের উপস্থাপনা

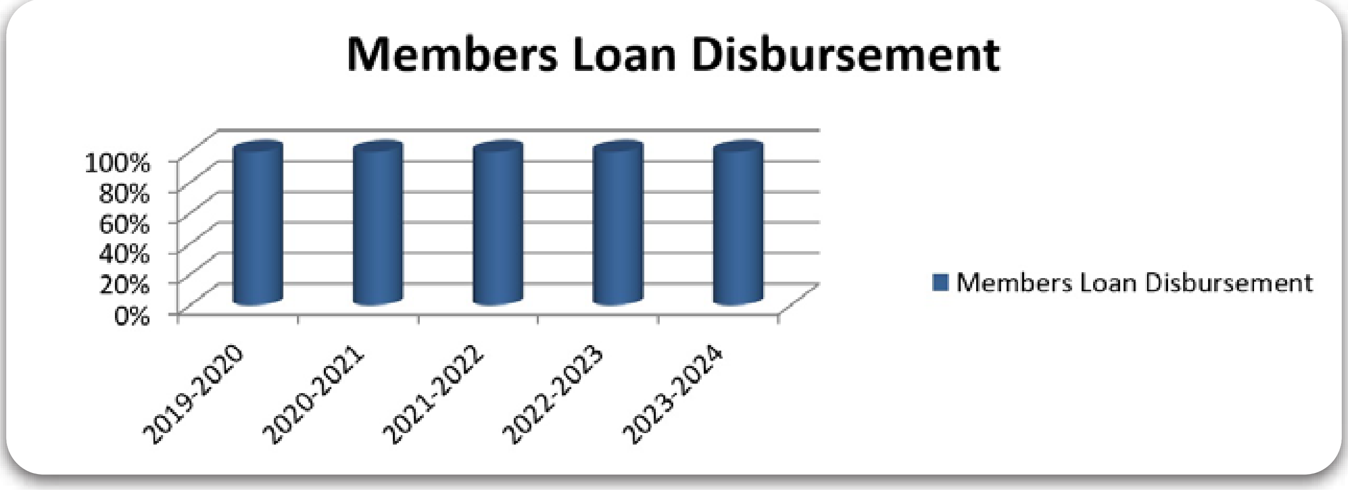

৮. গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) ৫ বছরের ক্রমবর্ধমান পুনরুদ্ধারের হার (CRR) উপস্থাপনা

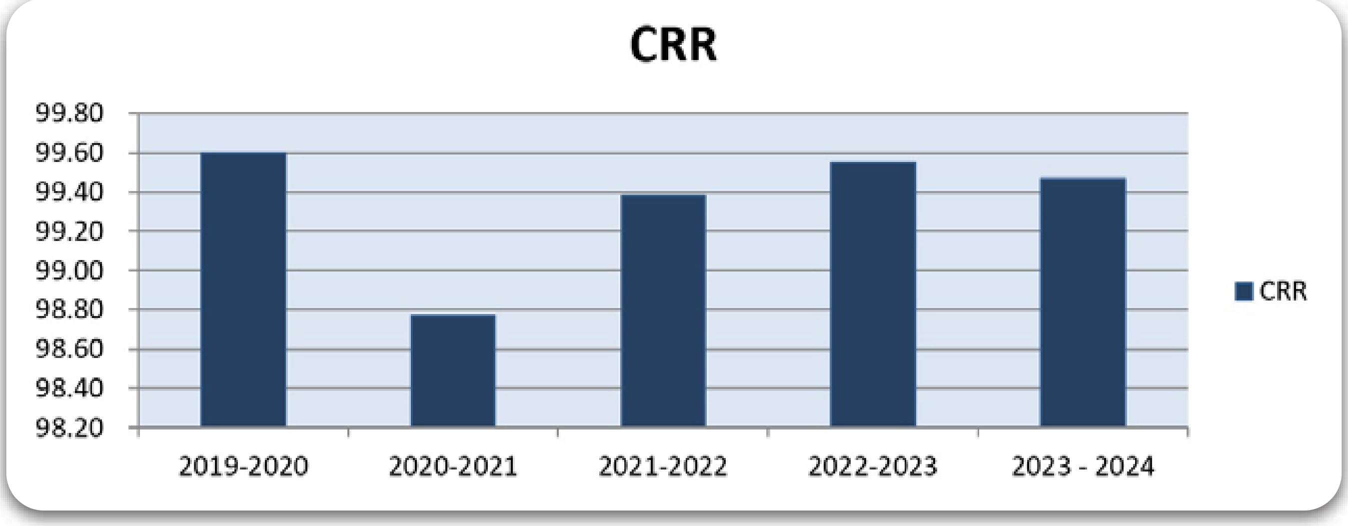

৯. গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) ৫ বছরের ঋণ মূলধন অনুপাতের উপস্থাপনা

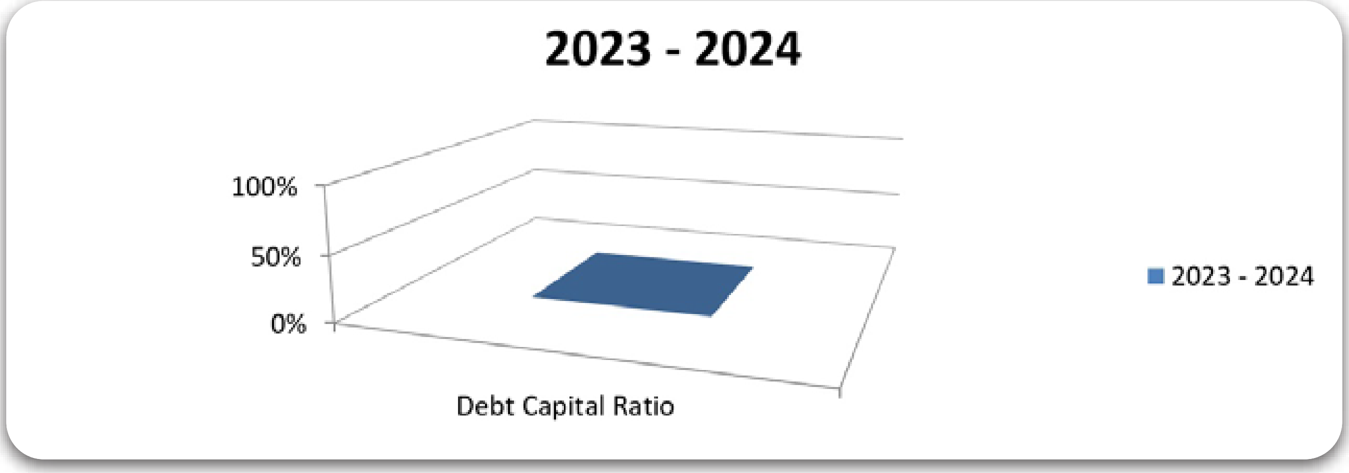

১০. গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) ৫ বছরের রিটার্ন অন ক্যাপিটাল (ROC) উপস্থাপনা

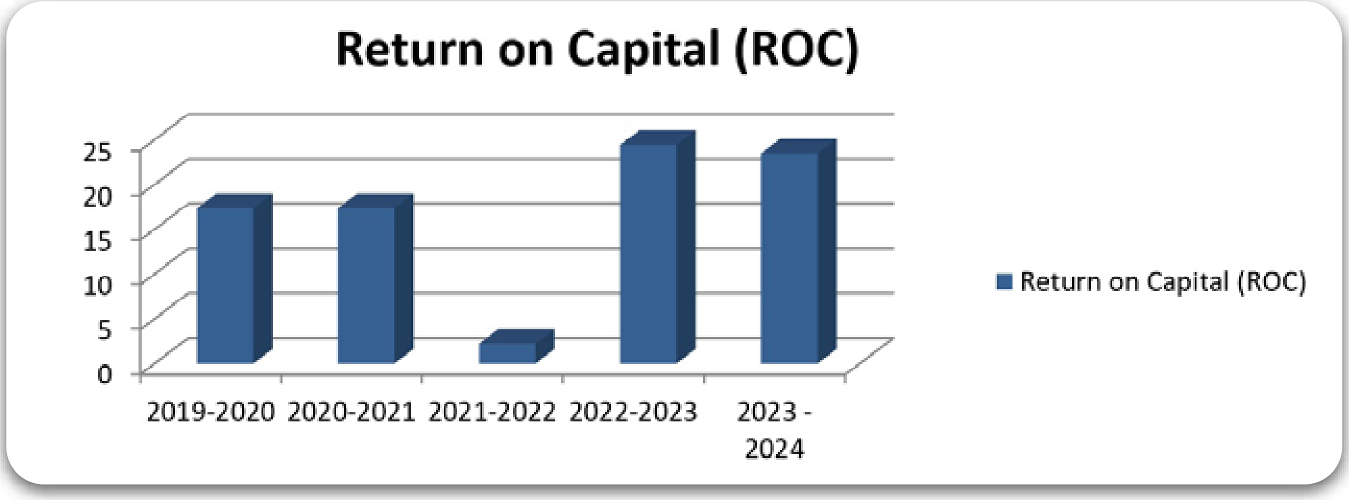

১১. তহবিল গঠনের গ্রাফিক্যাল (বার চার্ট) উপস্থাপনা (৩০.০৬.২০২৩)

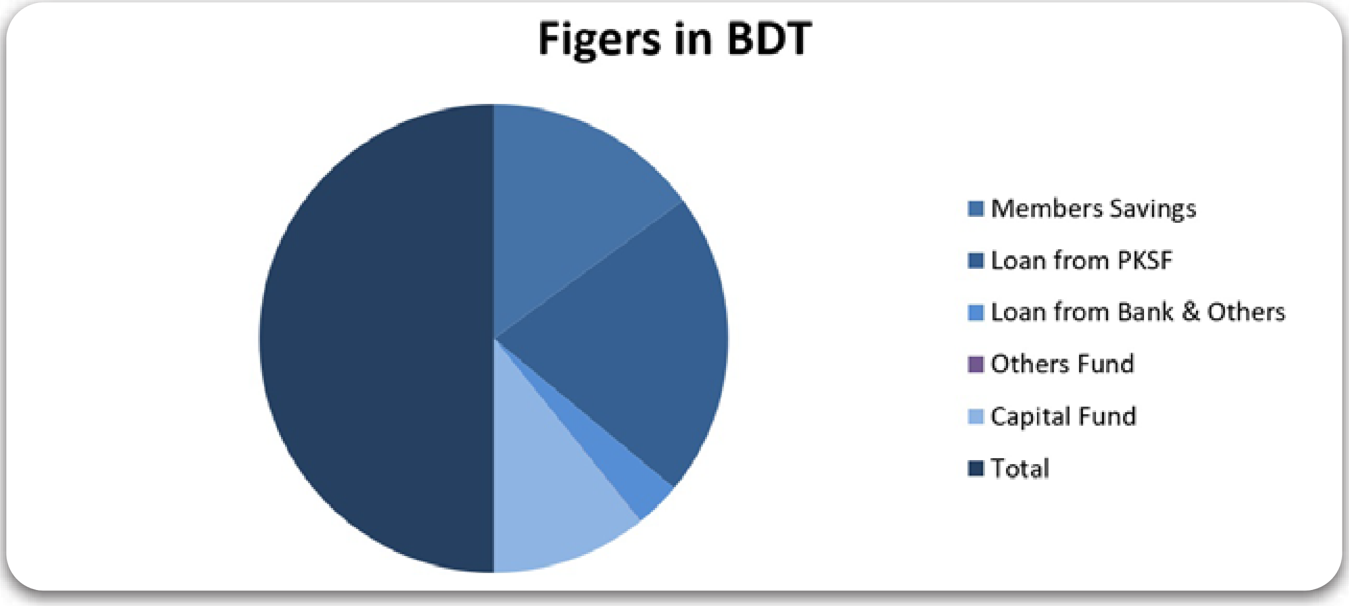

সমৃদ্ধি কর্মসূচী

লক্ষ্য ঃ
স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো সমৃদ্ধি কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়নের অধিবাসিদের বিশেষতঃ প্রান্তিক দরিদ্র এবং ঝুকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্ক) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি এবং শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- ☑ মান সম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
- ☑ স্বাস্থ্য সেবা সহজলভ্য ও ডাক্তারী পরামর্শ গ্রহনপূর্বক ঔষধ সেবন করা ।
- ☑ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির অভাব পুরণে পুষ্টিকর খাবার, ফল ও শাক সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জনগনকে উদ্বুদ্ধ করা।
- ☑ শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসকরন।
- ☑ শিশুসহ সকল বয়সিদের প্রয়োজনীয় টিকা গ্রহণে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- ☑ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সৃষ্টি করা।

কর্ম এলাকা ঃ- নড়িয়া উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়ন ও ভেদরগঞ্জ উপজেলার চরসেনসাস ইউনিয়ন।

নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মী ঃ

ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কর্মসূচী সমন্বয়কারী	-	০২ জন
এমআইএস অফিসার	-	০২ জন
স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	-	০২ জন
পারিবারিক উদ্যোগ কর্মকর্তা	-	০২ জন
শিক্ষা সুপারভাইজার	-	০২ জন
স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা	-	১৬ জন

২০২৪ ইং সালের বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের অর্জনসমূহ ঃ-

বিবরণ	লক্ষ্য	অর্জন
কেন্দ্র সংখ্যা	৪০	৪০
বর্তমান শিক্ষার্থী	১২০০	১২০০
ছেলে	৬০০	৫৭৫
মেয়ে	৬০০	৬২৫
উপস্থিতির হার	১০০%	৯৯.৯৯%
অভিভাবক সভা	৪০	৪০
পাশের হার	১০০%	১০০%

এক নজরে ২০২৪ সালের সমৃদ্ধি কর্মসূচির অর্জন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অধীনে মোট জনসংখ্যা ৩৪,০৮০ জন	সমৃদ্ধির ঋণ বিতরণ ৬৫,৭২,৭০,০০০ টাকা	শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থী ১৯,০০০ জন
ছানি অপারেশনকৃত ব্যক্তি ৪৯০ জন	পরিপোষক ভাতা প্রাপ্ত প্রবীণ ৫৩৩ জন	স্বাস্থ্যকার্ড বিক্রি ৩৪,৯৬৫ টি
বিশেষ সঞ্চয়ী হিসেবে ৪০	স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন ৪,৫২০ বার	স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবাগ্রহনকারী ৪৫,১১৭ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন ৮৫০ বার	স্যাটেলাইটক্লিনিকে সেবাগ্রহনকারী ২৫,৩৭০ জন	স্বাস্থ্যক্যাম্প আয়োজন ৫৬ বার
স্বাস্থ্যক্যাম্পে ক্লিনিকে সেবাগ্রহনকারী ১৩,০২০ জন	আইজিএ সদস্য প্রশিক্ষণ ১,৫৭৫ জন	যুবপ্রশিক্ষণ ১,৩৬০ জন
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ৯৮০ জন	স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রশিক্ষণ ১২০ জন	আয়রন ট্যাবলেট ১,৮৯,৭০০ টি

ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ১,৯৮,৭৫০ টি	কৃমিনাশক ট্যাবলেট ১,০৬,৪৫০ টি	পুষ্টিকণাসাসেট ৩৫,৪৫০
চক্ষুক্যাম্প আয়োজন ২০ বার	চক্ষু ক্যাম্পে সেবাগ্রহনকারী ৯,৯৮০ জন	চক্ষু ক্যাম্পে ছাণি অপারেশন ৪৯০
ভিক্ষুক পুনর্বাসন ১৬ জন	সমৃদ্ধি বাড়ি তৈরী ১৪০ টি	ভার্মিকম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপন ১২০ টি
পুরস্কার বিতরণ ২৩৪০	প্রবীণ কর্মসূচির অধীনে মোট জনসংখ্যা ৩,১৬০ জন	প্রবীণ ঋণ বিতরণ ২,৬০,০০,০০০ টাকা
প্রবীণ সম্মামনা এককালীন আর্থিক সুবিধা ৭০ জন	শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মামনা প্রদান ৭০ জন	মাসিক পরিপোষক ভাতা প্রদান ৬০,১০,০০০ জন
মৃত সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান ৩,৪০,০০০ জন	ছাতা বিতরন ৪০ টি কম্বল বিতরন ১২৬০ টি ওয়াকিং স্টিক ৪০ টি	কমোড চেয়ার বিতরন ৫০টি হুইল চেয়ার বিতরন ৩০ টি

এক নজরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়নমূলক কিছু চিত্র

প্রবীণজনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন কর্মসূচী

প্রবীণদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে আনন্দ বিনোদন ও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও নিঃস্ব প্রবীণদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রবীণদেরকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্য নিয়ে তাদের মাঝে স্বল্প মুনাফায় আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই ঋণ ব্যবহার করে বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড করে পরিবারের কাছে শেষ বয়সে যাতে বোঝা না হয়ে তারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করতে সক্ষম হয়। এরই আলোকে সমাজে এবং পরিবারের কাছে তাদের গ্রহনযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়ার্ড মিটিং ঃ

প্রবীণদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝে আনন্দ বিনোদন ও বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও চিত্ত বিনোদনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য দ্বি-মাসিক চরসেনসাস ও নওপাড়া ইউনিয়নে ১৮ টি ওয়ার্ডে প্রবীণদের নিয়ে ওয়ার্ড সমন্বয় মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। উক্ত মিটিংয়ে প্রবীণ সদস্যদের নিয়ে মাসিক উন্নয়নমূলক আলোচনা করা হয়। এ পর্যন্ত প্রবীণ সদস্যদের নিয়ে মোট ৭৮৮টি ওয়ার্ড মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়।

সোনালী উদ্যোগ (টি-স্টল) ঃ

অসহায় প্রবীণদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে এবং অসহায়াত্ব দুরীকরনের জন্য ইউনিয়ন দুটিতে ০২ জন প্রবীণকে টি-স্টল প্রদান করা হয়।

Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) এর সহযোগি সংস্থা হিসাবে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা) বিশ্বব্যাংক ও PKSF এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় 'Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)' প্রকল্পটি অক্টোবর-২০২২ হতে নিয়মিতভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে । এ প্রকল্পটি শহর ও শহরতলী এলাকায় অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নিম্ন আয়ের যুবক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের অন্তরভূক্তিমূলক অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে।

উদ্দেশ্য ঃ

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল প্রকল্প এলাকার শহর ও শহরতলীতে বসবাসকারী নিম্ন আয়ের যুবক ও কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

- ☑ শহর ও শহরতলী এলাকায় বসবাসকারী কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পুনরুদ্ধার এর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ☑ অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দরিদ্র তরুণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ☑ শিক্ষানবিশ (গুরু-শিষ্য) কর্মসূচির আওতায় স্বল্প আয়ের পরিবারের যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা ও টেকসই কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করা।

কর্ম এলাকা

ক্র. নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	শাখার নাম
১.	ঢাকা	শরীয়তপুর	নড়িয়া	নড়িয়া
২.				ভোজেশ্বর
৩.				ঘড়িসার
৪.				কার্তিকপুর
৫.				ডগ্রী
৬.			ভেদরগঞ্জ	ভেদরগঞ্জ
৭.				সখিপুর
৮.				তারাবুনিয়া
৯.			শরীয়তপুর	শরীয়তপুর
১০.			জাজিরা	জাজিরা
১১.				কাজিরহাট
১২.				নাওডোবা
১৩.			গোসাইরহাট	গোসাইরহাট
১৪.				নাগেরপাড়া
১৫.		মাদারীপুর	মাদারীপুর	মঠেরবাজার
১৬.				মোস্তফাপুর
১৭.			শিবচর	শিবচর
১৮.				চান্দেরচর
মোট	০১	০২	০৭	১৮

প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি (২০২২-২০২৪)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	PIU স্টাফ নিয়োগ	০৪ জন	০৪ জন	
২.	মাস্টারক্রাফট পার্সন (MCP)নির্বাচন	৭০ জন	৭০ জন	
৩.	শিক্ষানবিশি (Apprentice) নির্বাচন	২৬০ জন	২৬০ জন	
৪.	শিক্ষানবিশি (Apprentice) দের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান	২৬০	১৫০	৯০ জন চলমান
৫.	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ঋণ বিতরণ (টাকা)	১০.০০ কোটি	১০.০০ কোটি	
৬.	কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে ঋণ বিতরণ (জন)	১০০০	১০০০	
৭.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক ধারাবহিকতা প্রশিক্ষণ (জন)	১০০০	১০০০	
৮.	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক ধারাবহিকতা প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	৫০	৫০	
৯.	শিক্ষানবিশদের লাইফ স্কীলস প্রশিক্ষণ (জন)	২৬০	২৪০	
১০.	শিক্ষানবিশদের লাইফ স্কীলস প্রশিক্ষণ (ব্যাচ)	১৩	১২	
১১.	মাস্টারক্রাফট পার্সন (MCP)দের ওরিয়েন্টেশন (জন)	৭০	৭০	
১২.	মাস্টারক্রাফট পার্সন (MCP)দের ওরিয়েন্টেশন (ব্যাচ)	০৪	০৪	
১৩.	তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ (টাকা)	৭.৫৮ কোটি	৬.৪৫ কোটি	
১৪.	তরুণ উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ (জন)	৭২৪	৫১৩	
১৫.	তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান (জন)	৭২৪	৪৪৩	
১৬.	তরুণ উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ)	৩৬	২২	

বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নে অনানুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এ খাতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠির সরকারী বেসরকারী প্রণোদনা প্রাপ্তিতে অভিগম্যতা নেই বললেই চলে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, বেকার তরুণ ও তরুণ উদ্যোক্তাগণ প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করেছে। ফলে শহর ও শহরতলী এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

এক লিজার ঘুরে দাঁড়ানোর ইতিকথা

লিজা একজন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। অদম্য লিজার চোখে মুখে বড় হবার স্বপ্ন সর্বদা তাকে তাড়না করত। লিজার অনুপ্রেরণায় স্বামী সুরুজ হাওলাদার ঢাকা সিলভার কারখানায় অপারেটর হিসেবে কাজ করেন। দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ তিনি এ কাজ করেন। এখন তিনি সিলভার কারখানার একজন পরিপক্ক অপারেটর। তিনি সিলভারের তৈরি যে কোন পণ্য তৈরি করতে পারেন। লিজা ও সুরুজ মিয়ার স্বপ্ন একটি সিলভার কারখানার মালিক হওয়া। সুরুজ মিয়া কারখানায় কাজ করে ২০০০০০ (দুই লক্ষ) টাকা জমিয়েছেন। জমানো পূঁজির সাথে লিজা নুসা গোপালপুর শাখা হতে ১৫০০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ এবং সঞ্চিত ২০০০০০ টাকা নিয়ে ঢাকায় সিলভার কারখানার মাধ্যমে ব্যবসা শুরু করেন। লিজা ও তার স্বামী সুরুজ মিয়া দুজনই কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। প্রতিদিন তাদের উৎপাদিত পন্য ঢাকার বিভিন্ন বাজার থেকে আসা ক্রেতাগণ পাইকারী ক্রয় করে নিয়ে সুলভ মূল্যে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করেন। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় তাদের পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে পাইকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কারখানায় ৩ জন কর্মচারী নিয়োজিত করেন। এভাবে তাদের পণ্য উৎপাদন বাড়তে থাকে ফলে তাদের সংসারে স্বচ্ছলতাও আসতে থাকে।

২০২০ সালে করোনার প্রভাব শুরু হলে তাদের ব্যবসায় নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে। বেচাঁ বিক্রির অভাবে তাদের উৎপাদনও কমতে থাকে ফলে আয়কৃত পূঁজি ভেঙ্গে খেতে খেতে তাদের সংসারে সংকট দেখা দেয়। পাইকারদের নিকট পাওনা টাকাও পাচ্ছিলেন না এমনকি পাইকারদের সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। কর্মচারীদের মাসিক বেতন বকেয়া পড়ছে। তাই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দীঘ ৮ মাস কারখানার ভাড়া বকেয়া পড়ায় তা পরিশোধ করতে তাদের ধার করতে হয়েছে। কোন উপায় না দেখে তারা ঢাকা ছেড়ে গ্রামের বাড়ী ছোট কৃষ্ণ নগরে চলে আসে।

বাড়ী ফিরে তারা জমিতে কৃষি কাজ শুরু করেন। এদিকে করোনার প্রভাব কমতে শুরু করলে তারা আবার সিলভার ব্যবসা করার পরিকল্পনা করেন। লিজা পুনরায় নুসা গোপালপুর শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর ০১/০৮/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তিনি ১০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা রেইজ প্রকল্প হতে ঋণ নিয়ে বাড়ীতে সিলভার কারখানা শুরু করেন। নিজেদের ঘরে তারা কারখানা স্থাপন করেছেন। বাড়ীতে বিদ্যুৎ থাকায় পন্য উৎপাদনে তাদের বেগ পেতে হয়নি। স্থানীয় বাজার গুলোতে তাদের পন্য গুলো নিয়ে বাজার যাচাই করেছেন। দোকানদার এবং পাইকারদের নিকট হতে প্রচুর সাড়া পেয়েছেন। বাজারের চাহিদানুযায়ি তারা পন্য উৎপাদন করছেন। এখন লিজা ও তার স্বামী সুরুজ মিয়া দুজনে কারখানায় কাজ করেন। তাদের কারখানায় মোট ৮ জন শ্রমিক কাজ করেন। তাদের উৎপাদিত পন্য স্থানীয় বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। জাজিরা ও শিবচর উপজেলার বিভিন্ন বাজারে তাদের উৎপাদিত পন্য বিক্রয় হচ্ছে। তাদের সংসারে এখন স্বচ্ছলতা এসেছে। তাদের এখন মাসিক আয় প্রায় ৮০০০০ (আশি হাজার) টাকা। তাদের স্বপ্ন ব্যবসাটাকে আরো বড় করা। লিজা এবং তার স্বামী সুরুজ মিয়া এখন গ্রামের রোল মডেল। এখন এ ব্যবসা করার জন্য আনেকে উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

| নুসা বিশেষ শিক্ষালয়

সময়কাল ঃ ২০১০ সাল থেকে চলমান।

অর্থায়নে ঃ নুসা'র নিজস্ব তহবিল।

বাজেট ঃ ২৬৭১৪২৬/- (২০২৩-২৪)

ভূমিকাঃ

যে সকল শিশু সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে একত্রে পড়াশুনা করতে পারে না এরকম বিশেষায়িত শিক্ষার্থীদের জন্য নুসা বিশেষায়িত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে। একজন প্রশিক্ষিত প্রধান শিক্ষকের অধিনে সহশিক্ষকবৃন্দ ৩৮ জন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়মিত বছরব্যপী সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে।

লক্ষ্যঃ

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রাথমিক ও কারিগরি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ।

উদ্দেশ্যঃ

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সমাজে প্রতিষ্ঠা করা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহায়ক উপকরণের ব্যবহার শিখিয়ে আত্মনির্ভরশীল করা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের থ্যারাপি দিয়ে সুস্থ্য ও সবল দেহের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা।
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যকলাপের মাধ্যমে মানসিক ও শারীরিক বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষার্থীদের বিবরণঃ

- ☑ ভর্তিকৃত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা - ৪০ জন।
- ☑ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ধরণঃ বুদ্ধি - ১০ জন, শারীরিক - ০২ জন, বহুবিধ - ১১ জন, বাক - ০৮ জন, শ্রবণ - ০২ জন ও আংশিক দৃষ্টি - ০১ জন, স্বাভাবিক - ০৬ জন।

শিক্ষকঃ

- ☑ শিক্ষিকার সংখ্যা- ০৩ জন (প্রধান শিক্ষিকা- ১ জন ও সহকারী শিক্ষিকা - ২জন)।

কার্যক্রমের বিবরণঃ

- ☑ শিক্ষক প্রশিক্ষণ- ০৩ জন।
- ☑ সাপ্তাহিক ছুটি ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ০৯.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান।
- ☑ অভিভাবক সভা- ০২ টি।
- ☑ শিক্ষার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
- ☑ বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
- ☑ প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের টিফিন প্রদান।
- ☑ শিক্ষা কেন্দ্রে ও শিক্ষার্থীদের বাসায় যেয়ে থ্যারাপী দেওয়া।
- ☑ শিক্ষার্থীদের জন্য চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
- ☑ বিশেষায়িত ব্যক্তি সম্পর্কে সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক করা।
- ☑ আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধি দিবস পালন।

অর্জনঃ

শিশুদের চাহিদা মাফিক পাঠ দান ও বৃত্তি মূলক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির বিকাশ ঘটেছে। সমাজে প্রতিবন্ধিতার হার হ্রাস পাচ্ছে। প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা সমাজে সাধারণ মানুষের মতই স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারছেন।

| নুসা শিক্ষা বৃত্তি কর্মসূচী

লক্ষ্যঃ

গরীব মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভে সহায়তা করা।

উদ্দেশ্যঃ

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া রোধ করা
- দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার দিকে ধাবিত করা।
- নারী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
- মান সম্মত শিক্ষা অর্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- সকল শিক্ষার্থীদের সমানভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি করা

২০২৩-২৪ সনের বাজেট ঃ ৪,৪০,৪০০/- (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার চারশত মাত্র) টাকা।

কার্যক্রমের বিবরণঃ

০১. **পিএসসি পাশ ঃ-** ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া শিক্ষার্থী ৫০ জন (প্রতি জনকে এককালীন ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকাকরে মোট ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

০২. **এসএসসি পাশ ঃ-** সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশকৃত ৩০ জন (প্রতি জনকে এককালীন ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা করে মোট ১,৫০,০০০/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

০৩. **এইচ এসসি পাশ ঃ-** হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশকৃত ২০ জন কে (প্রতি জনকে এককালীন ৬০০০/- টাকা) ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

০৪. এছাড়া নুসা'র হতদরিদ্র সদস্যর সন্তানদের মধ্যে এসএসসি পাশ মেধাবী ৩১ জন ছাত্রকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে এককালীন ১২০০০/=(বার হাজার) টাকা করে মোট ৩৭২০০০/=(তিন লক্ষ বাহাত্তর হাজার) টাকা এবং ২য় বছরের জন্য ২ জনকে ১৮০০০/=(আঠার হাজার) টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।

ভালনারেবল উইমিন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ ১ আগস্ট ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

দাতা সংস্থা ঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়।

বাজেট ঃ ১৪,৭৯,৫৩১ টাকা।

প্রকল্পে নিয়োজিত জনবল ঃ প্রজেক্ট ম্যানেজার ১ জন, প্রশিক্ষক ৫ জন; এছাড়া সংস্থার নিয়োজিত জনবল: ফোকাল পার্সন ১ জন এবং হিসাব রক্ষক ১ জন, অডিট সেল, উর্ধতন ব্যবস্থাপনা।

লক্ষ্যঃ

দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে খাদ্য সরবরাহ ও সক্ষমতা উন্নয়ন।

উদ্দেশ্যঃ

- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য অধিকার নিশ্চিত করা।
- অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা উন্নয়ন করা।
- সামাজিক নিরাপত্তাবলয় গড়ে তোলা ।
- দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র মহিলাদের আত্মকর্মমূখী করে গড়ে তোলা।
- আর্থ-সামাজিক মর্যাদা উন্নয়ন করা।

কর্ম এলাকাঃ

দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে খাদ্য সরবরাহ ও সক্ষমতা উন্নয়ন।

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	উপকারভোগী/ কার্ডসংখ্যা	মন্তব্য
১.	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	১১	১৭৮৫	সম্পূর্ন উপজেলা
২.	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	৩	১০০০	আংশিক উপজেলা

কার্যক্রমের বিবরণঃ

ভিডব্লিউবি মহিলাদের জীবনদক্ষতা উন্নয়ন ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ, যথা -

১) ভিডব্লিউবি কর্মসূচী ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা;
২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব;
৩) মা শিশু ও কিশোরীর স্বাস্থ্য খাদ্য ও পুষ্টি ;
৪) নারীর ক্ষমতায়ন;
৫) এইচ আই ভি এইডস ও মাদক এবং তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাব।

আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, যথা-

১) উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
২) দেশী মুরগী ও হাঁস পালন;
৩) বাড়ির পাশে সবজি চাষ এবং গরু ও ছাগল পালন।

অর্জনঃ

নুসা সুবিধাভোগীদের জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করছে। প্রকল্পের মোট সুবিধাভোগী ২৭৮৫ জনের মধ্যে ২৭৭৫ জন সকল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের জীবন দক্ষতা উন্নয়ন ও আয়মূলক কর্মকান্ডে কারিগরি জ্ঞানলাভ করেছেন। বেশীরভাগ সুবিধাভোগী মাসিক ২০০ টাকা সঞ্চয় জমা করে মেয়াদ শেষে মোট জমাকৃত সঞ্চয় পুঁজি হিসেবে সংসারে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ করেছে তাছাড়া অনেকেই এনজিও থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা নিয়ে উদ্যোগী হয়েছেন।

আইন সহায়তা কর্মসূচী

মেয়াদ ঃ ২০২৩ - ২০২৪ অর্থ বছর।
কর্মএলাকা ঃ নুসা'র কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন সমগ্র এলাকা।

উদ্দেশ্য ঃ

- মানবাধীকার।
- আইনি বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- পারিবারিক কলহ ও অভিযোগ শালিসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা।
- নারী নির্যাতন ও সহিংসতা নিরোসন করা।
- গরীবদের আইনি সহায়তা প্রদান এবং সরকারী আইনি সহায়তা প্রাপ্তীতে সহযোগিতা করা।

পদ্ধতি ঃ

শরীয়তপুর জেলার বিজ্ঞ জজ কোর্টে প্রাকটিস করে এমন বিজ্ঞ একাধিক এ্যাভোকেট সমন্বয়ে প্যানেল তৈরী করে তাদের সহায়তায় আইনী সেবায় দ্বারস্থ গরীবদের আইনি সেবা প্রদানে সহায়তা করা।

বার্ষিক বাজেট ঃ

আইন সহায়তা কর্মসূচীর প্রস্তাবিত বার্ষিক বাজেট ৫৫৬৫০০/-(পাঁচ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা।

কার্যক্রমের প্রক্রিয়া ঃ

- ☑ বিবাহ তালাক রেজিষ্ট্রেশনঃ ১৫ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ☑ পারিবারিক সহিংসতাঃ ৭০ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ☑ দেন-মোহর উদ্ধারঃ ২৫ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ☑ ভরণ পোষণঃ ২০ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ☑ যৌতুক নিরোধঃ ১৫ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ☑ বাল্য বিবাহ বন্ধঃ প্রচার উঠান বৈঠক, সচেতনতা মূলক সেমিনার।
- ☑ নারী ও শিশু নির্যাতন দমনঃ প্রচার উঠান বৈঠক, সচেতনতা মূলক সেমিনার।
- ☑ যৌন নির্যাতন ও ইভটিজিং রোধঃ ১৫ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- ☑ নারীর সম্পত্তিতে অধিকারঃ ৫ টি মামলা/অভিযোগ নিষ্পত্তি ও প্রচার উঠান বৈঠক, সচেতনতা মূলক সেমিনার।

আইন সহায়তা কার্যক্রমের তথ্য ঃ

ক্রমিক	বাদীর নাম ও ঠিকানা	বিবাদীর নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের নাম	আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসার পরামর্শ/পদক্ষেপ
১.	বিউটি আক্তার, পিতাঃ চান মিয়া সরদার, সাং- তুলাসার, পো+থানা- পালং, জেলা- শরীয়তপুর।	মাসুদ বাগা, পিতাঃ নুরু বাঘা, সাং- কামরাঙ্গির চর, মলির চেয়ারম্যান গলি।	নারী নির্যাতন/ যৌতুক	আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসা লিখিত আকারে অভিযগটি গ্রহণ করেন এবং মামলার আদালতে ফাইলিং করেন।
২.	মিম আক্তার, পিতাঃ হান্নান খলিফা, সাং- পশ্চিম কোটাপারা, পালং, শরীয়তপুর।	রাব্বি সরদার, পিতাঃ সামাদ সরদার, সাং- খেলসি, পো- পালং, শরীয়তপুর।	নারী নির্যাতন/ যৌতুক	আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসা লিখিত আকারে অভিযগটি গ্রহণ করেন এবং মামলার আদালতে ফাইলিং করেন।

৩.	আখি আক্তার, পিতাঃ আলী আজগর মুন্সী, সাং- গয়ঘর, পো- চিকন্দি, পালং, শরীয়তপুর।	তানজিল মাদবর, পিতাঃ সুলতান মাদবর, সাং- কোয়ার-পুর, পালং, শরীয়তপুর।	নারী নির্যাতন/ যৌতুক	আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসা লিখিত আকারে অভিযগটি গ্রহণ করেন এবং উভয় পক্ষের গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সমস্যাটি আপোষ মিমাংষা করা হয়।
৪.	তানিয়া বেগম, পিতাঃ বাবুল খান, মাতাঃ নাছিমা বেগম, সাং- গাগ্ররি জোড়া, নশাসন, নড়িয়া, শরীয়তপুর।	মিলন মিয়া, পিতাঃ জজ মিয়া, মাতাঃ কহিনুর বেগম, ঠিকানাঃ মুন্সিগঞ্জ।	স্বামী স্ত্রী এবং বাচ্চাদের ভরণ পোষণ দেয় না। একাধিক বিবাহ করেছেন।	আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসা লিখিত আকারে অভিযগটি গ্রহণ করেন এবং বিবাদী পক্ষকে নোটিশ প্রদান করা হয়। বিবাদী পক্ষ নোটিশ পেয়ে কোন তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন জেলায় গিয়ে পালিয়ে থাকেন। তারপর আইন সহায়তা কেন্দ্র নুসার মাধ্যমে মামলা দায়ের করা হয় এবং পরবর্তিতে আসামীকে গ্রেপতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। আসামী কিছুদিন জেল খাটার পর বাদীর সাথে আপোষ মিমাংসা করেন স্ত্রী এবং বাচ্চার ভরণ পোষন দেবেন এবং প্রতি মাসে কমপক্ষে বড় বউ/বাদীর ১৫ দিন থাকিবেন এই মর্মে মুচলেকা দিয়ে আদালত থেকে জামিনে বের হয়ে বাদীকে সাথে নিয়ে সংসার করার উদ্দেশ্যে উক্ত অভিযোগটি উপরোক্ত মুচলেকায় আপোষ করা হয়।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

ভূমিকাঃ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন নুসা'র নিয়মিত কার্যক্রমের আওতাভুক্ত।

উদ্দেশ্যঃ

- দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সরকারের সামগ্রীক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা।
- বাস্তবায়িত প্রকল্প ও কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত করা ও অবগত করানো।
- বিভিন্ন দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে জনগণকে জানতে সহযোগিতা করা।

কার্যক্রমঃ

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত দিবসগুলি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে এবং দিবসের তাৎপর্য আলোচনার মাধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ঃ-

ক্র. নং	দিবসের শিরোনাম	ব্যাচ সংখ্যা
১.	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
২.	আন্তর্জাতিক নারী দিবস	০৮ মার্চ
৩.	স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ
৪.	আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস	০১ মে
৫.	বিশ্ব পরিবেশ দিবস	০৫ জুন
৬.	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস	০৮ সেপ্টেম্বর
৭.	জাতীয় স্যানিটেশন মাস	অক্টোবর
৮.	দূর্যোগ প্রশমন দিবস	১৫ অক্টোবর
৯.	জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস	০৩ ডিসেম্বর
১০.	বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
১১.	আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিবস	১৮ ডিসেম্বর

নড়িয়া গণ পাঠাগার

সময়কাল ঃ ১৯৯১ থেকে চলমান।

দাতা সংস্থা ঃ সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অনুদান ও নিজস্ব তহবিল।

বাজেট ঃ ১,০৩,০০০ টাকা (২০২৩-২০২৪)।

ভূমিকা ঃ

নড়িয়া গণ পাঠাগার একটি অন্যতম শিক্ষা-সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। পাঠাগার মানুষের জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধি করে এবং মেধা বিকাশে সহযোগিতা করে। এখানে প্রতিদিন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী, সরকারি বেসরকারি চাকুরীজীবি ও অন্যান্য শ্রেণীর/পেশার শিক্ষিত মানুষ উপস্থিত হয়ে পত্রিকা, ম্যাগাজিন, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্মীয়,সাহিত্যিক, রচনাসামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করে থাকেন এবং নিয়মিত সদস্যরা বই বাসায় নিয়ে পড়তে পারেন।

পাঠক সংখ্যা ঃ ২০০০ প্রায়।

লক্ষ্য ঃ পাঠাভ্যাস গঠন ও জ্ঞানলাভের জন্য এলাকার শিক্ষিত জনগনের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

উদ্দেশ্য ঃ ১) পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা
২) পাঠ্যাভ্যাস গঠনে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

কর্ম এলাকা ঃ সমগ্র নড়িয়া উপজেলা।

কার্যক্রমের বিবরণ ঃ

পাঠ প্রতিযোগিতা, শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বিষয়ভিত্তিক সচেতনামূলক উঠান বৈঠক, আলোচনা সভা ও বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন করার মাধ্যমে নড়িয়া গণ পাঠাগারের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	বই -এর সংখ্যা	৩৩২৪	উপন্যাস, নাটক, কৌতুক, ইতিহাস, গল্প, মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক, শিশুতোষ, ধর্মীয় অন্যান্যসহ কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী, এমপিএর লিখিত বই রয়েছে।
২.	কর্মচারীর সংখ্যা	০২ জন	১জন গ্রন্থাগারিক ও ১জন গ্রন্থাগারিক সহকারী
৩.	পাঠকের সংখ্যা (দৈনিক)	২০-৩০ জন	সদস্য ছাড়া যে কোন ব্যক্তি পাঠাগারে এসে পছন্দমত বই পাঠ করতে পারে।
২০২৩-২৪ সময়ে কার্যক্রম			
৪.	উঠান বৈঠক	০৩	আলোকিত মানুষ হওয়ার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।
৫.	দিবস উদযাপন	০২	নারী দিবস, প্রতিবন্ধী দিবস, শিশু অধিকার দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস।
৬.	পাঠ প্রতিযোগিতা	০৯	৩জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে
৭.	চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	২০	৩জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে
৮.	রচনা প্রতিযোগিতা	১১	৩জনকে পুরস্কার ও অন্যান্যদের সান্তনা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে

ফলাফলঃ

- স্থানীয় পাঠকদের জ্ঞান চর্চার অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শিশুরা ও কিশোররা তাদের পছন্দমত ছড়া, কবিতা গল্প পড়তে পারে।
- প্রায় ৪ (চার) হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে।

কৈশর কর্মসূচি

সময়কাল ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর।

দাতা সংস্থা ঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- ☑ কিশোর-কিশোরীদের সৎ গুনাবলী অর্জন, সত্যবাদিতার চর্চা, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি শুভবুদ্ধি, উন্নত বিজ্ঞানবোধ লালন এবং প্রগতিশীলতার চর্চায় উৎসাহ প্রদান করা।
- ☑ কিশোর-কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য অর্জন, বয়:সন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টিবিষয়ে সচেতনতা করা।
- ☑ আজকের কিশোর-কিশোরী আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব দিবে। এ প্রেক্ষিতে কিশোর-কিশোরীদের আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ও ভালো মানসিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে হবে যাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন সুন্দর জীবন যাপনে উৎসাহিত হয়।
- ☑ উগ্রতা, অশ্লীলতা, অশুভ ও নেতিবাচক কাজ, অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনৈতিক কর্মকান্ড এবং সামাজিক অপরাধ ও অবক্ষয় সমূহের প্রতি কিশোর-কিশোরীকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পাশাপাশি উন্নত জীবন শৈলী তৈরিতে উৎসাহিত করা।
- ☑ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া যেন কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে উদ্যেক্তা হবার প্রবনতা তৈরিসহ নিজেদের জীবন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়।
- ☑ কিশোর-কিশোরীদের মনন ও সুকুমার বৃত্তির উন্নয়ন ঘটানো, ধর্মীয় মূল্যবোধের অনুশীলন, দেশজ সংস্কৃতি চর্চা এবং শারিরিক গঠনে দেশীয় খেলা-ধুলার চর্চায় উৎসাহিত করা।
- ☑ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরোপকারী মনোভাব এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, ধর্ম-বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌহার্দ্য, সম্মান ও সহমর্মি সম্পর্ক তৈরি করা। সম্মিলিতভাবে অপরাধ-অবক্ষয় রোধ ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে উৎসাহিত করা।

প্রকল্পের বিবরণঃ ক্লাবগুলোতে ৪টি পরিসরে কৈশোর কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালিত হয় -

১. সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলনঃ

- সত্যবাদিতা ও পরোপকারিতা
- পরশ্রীকাতরতা ও কপটতা পরিহার
- পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা
- নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌন হয়রানি, পারিবারিক নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, যৌতুক আত্মহত্যা ইত্যাদি সকল প্রকার নিপীড়ন প্রতিহত করা।
- নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি সচেতনতা
- সকল নেশা পরিহার ও প্রতিরোধ
- সাম্প্রদায়িকতা , সন্ত্রাস ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি
- দেশীয় সাংস্কৃতিক চর্চা এবং অশ্লীলতা পরিহার
- দেশপ্রেম ও দুর্নীতি প্রতিহত করা
- ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ সুরক্ষা

২. স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টিঃ

- সুষম খাদ্য এবং দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা
- পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান
- বয়ঃসন্ধিকাল
- নবজাতক/শিশু পালন
- হাইজিন, স্যানিটেশন, ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সেবা
- স্বাস্থ্যকর রান্নার পদ্ধতি (Healthiest Cooking Methods)
- পারিবারিক সুরক্ষা
- রক্তের শর্করা, রক্তের চাপ, শরীরের ওজন ও তাপমাত্রা নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে পারঙ্গমতা অর্জন।
- টিকাদান কর্মসূচিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

৩. নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়নঃ

- কমিউনিটি লাইব্রেরি স্থাপন ও পরিচালনা
- নিয়মিত বইপড়া ও বৈকালিক পাঠশালা কার্যক্রম
- কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষন এবং ক্যারিয়ার-ভিত্তিক প্রশিক্ষন
- জীবন-ধারা সংশ্লিষ্ঠ প্রশিক্ষন ও সচেতনতা সৃষ্টি

৪. সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ডঃ

- দেশীয় খেলাধুলা
- দেশীয় এবং আঞ্চলিক সংস্কৃতির চর্চা
- বিষয় ভিত্তিক গোল টেবিল বৈঠক আয়োজন
- দেয়াল পত্রিকা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।

কিশোর-কিশোরী ক্লাবের তালিকা ও সদস্য সংখ্যাঃ ২০২৩-২৪ সন

ক্রমিক নং	উপজেলা	ইউনিয়ন	ক্লাবের ধরন	ক্লাবের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা
১	নড়িয়া	১৪ টি	কিশোর	১১২ টি	১৭৩৫ জন
২	নড়িয়া	১৪ টি	কিশোরী	১২৪ টি	২২১৪ জন
মোট		১৪ টি	২ ধরন	২৩৬ টি	৩৯৪৯ জন

এযাবৎ অর্জনঃ ক্লাবে ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত কর্মকান্ডগুলো বাস্তবায়ন করা হয়ঃ-

- ☑ নড়িয়া উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নে মোট ২৩৬ টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন।
- ☑ নড়িয়া উপজেলার ১৪ টি ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড বাস্তবায়ন।
- ☑ উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ।
- ☑ বাল্য বিবাহ, ইভটিজিংসহ সকল ধরনের যৌন নিপীড়ন ও মানসিক নির্যাতনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস ।
- ☑ দেশজ সংস্কৃতি ও খেলাধুলায় চর্চায় উৎসাহিত হবে এবং শারীরিক বিকাশে সক্ষম হবে।
- ☑ সামাজিক অপরাধ-অবক্ষয় রোধ ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজে উৎসাহিত হয়।
- ☑ কিশোর-কিশোরীরা দেশ প্রেমে বিষয়ে সচেতন হয়
- ☑ ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করে এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে।
- ☑ স্যানিট্যারি ন্যাপকিন ব্যাবহারে উৎসাহ প্রদান করা।

| প্রবীণ জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচী

প্রকল্পের নাম	ঃ	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নকর্মসূচী।
প্রকল্পের মেয়াদ	ঃ	চলমান।
প্রকল্প শুরু	ঃ	১লা অক্টোবর ২০১৭ থেকে।
প্রকল্পের বাজেট	ঃ	২০,২৫,৮০০ টাকা (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের)।

প্রবীণদের মানব মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নুসা শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার, চরসেনসাস ইউনিয়নের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তার ধারবাহিকতায় গত ১লা অক্টোবর ২০২৩ ইং তারিখ হতে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে আসছে, উন্নত বিশ্বে প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ রয়েছে তবে আমাদের দেশে এখনো প্রবীণদের নিয়ে সেভাবে ভাবনা হলেও বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের প্রবীণ নীতিমালার আলোকে পিকেএসএফ ও নুসার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচীর মুল উদ্দেশ্য হল সমাজে প্রবীণদের সম্মান ও অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় এবং প্রবীণরা যাতে অবহেলিত না হয় অর্থাৎ প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন এই কর্মসূচীর মুল লক্ষ্য। প্রবীণদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৯০ সালে ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদে প্রতিবছর ১লা অক্টোবর কে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীতহয়, ১৯৯৪ সাল থেকে প্রবীণদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্বে নানা আঙ্গিকে প্রবীণদিবস পালিত হয়ে আসছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রবীণদের ও জীবনমান উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকি, যা নিম্নে দেওয়া হল:-

- ১০০ জন দুস্থ প্রবীনের মাঝে প্রতিমাসে ৬০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।
- একজন অস্বচ্ছল গৃহহীন প্রবীনকে আবাসন ও ভরন-পোষণ বাবদ প্রতিমাসে ৪০০০ টাকা করে প্রদান করা হচ্ছে।
- শীতার্ত অসহায় প্রবীণদের মাঝে প্রতি বছর ১০০ টি কম্বল বিতরন করা হয়।
- শারিরীকভাবে অসুস্থ্য এমন প্রবীণদের মাঝে প্রতিবছর ২০ টি ছাতা, ২০ টি লাঠি, ২০ টি কমোড চেয়ার ও ২ টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।
- তালিকাভূক্ত কোনো প্রবীণ মারা গেলে তার দাফন-কাফন বাবদ ২০০০ টাকা তার পরিবারের কাছে প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত ১৮ জন প্রবীণ সদস্যের পরিবারকে ২০০০ করে মোট ৩৬০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবীণদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয়সভার আয়োজন করা হয়।
- নবীনদের সাথে প্রবীণদের সামাজিক মেলবন্ধন তৈরি করার লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- এছাড়াও প্রবীণদের সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ও যুব শক্তির সমন্বয়ে সমাজের উন্নয়ন ঘটানো সহ বভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে আসছে।
- প্রবীণদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিমাসে একজন এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সেখানে প্রবীণদের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে কার্যক্রম ঃ

ওয়ার্ড সভা	৪৫ টি সভা	এ পর্যন্ত ৩৪২ টি সভা
প্রবীণ সম্মাননা	০৫ জন	এ পর্যন্ত ২৫ জন
শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা	০৫ জন	এ পর্যন্ত ১২ জন
মৃত সৎকার	০৮ জন	এ পর্যন্ত ৬৮ জন
স্যাটেলাইট	৬০০ জন	এ পর্যন্ত ৬৬৬৪ জন
চোখের ছানি অপারেশন	১৪ জন	এ পর্যন্ত ১৪ জন
হুইল চেয়ার বিতরণ	০৪ জন	এ পর্যন্ত ৯ জন

নুসা তথ্য সেবা কেন্দ্র

সময়কাল ঃ জুলাই ২০১২ থেকে চলমান।

লক্ষ্য ঃ তথ্যসেবা আধুনিক পদ্ধতিতে মানুষের কাছে সহজলভ্য করে তোলা।

উদ্দেশ্য ঃ কর্মএলাকার সকল জনগণ তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য জানতে পারবেন ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

লক্ষিত জনগোষ্ঠী ঃ নুসা'র সকল প্রকল্পের উপকারভোগী ও সাধারণ জনগণ।

ভূমিকা ঃ নুসা সামাজিক উন্নয়নমুলক কার্যক্রমের আওতায় সদস্য ও সাধারণ জনগণের তথ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

কর্মএলাকা ঃ সমগ্র শরীয়তপুর জেলা।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	কাজের বিবরণ	লক্ষ্য	অর্জন	মন্তব্য
১.	প্রাইমারী রেজাল্ট জানানো	৭০০	৭৫০	
২.	জেএসসি রেজাল্ট জানানো	৬০০	৫০০	
৩.	এস.এস.সি রেজাল্ট জানানো	৮০০	৭০০	
৪.	এইচ.এস.সি রেজাল্ট জানানো	৫০০	৪০০	
৫.	শিক্ষক নিবন্ধন ফরম পূরণ	১২০০	৮০০	
৬.	অনলাইনে চাকুরির দরখাস্ত পূরণ	২১০০	১০০০	
৭.	ফেইজবুক আইডি ওপেন	১২০০	৭০০	
৮.	নতুন মেইল আইডি ওপেন	১৭৫০	১০০০	
৯.	অনলাইনে ভর্তি ফরম পুরণ	১৪০০	১২০০	
১০.	কম্পিউটার কম্পোজ	২১০০	২০০০	
১১.	ডকুমেন্ট স্ক্যানিং	১৬০০	১৭০০	
১২.	সঞ্চয় এবং লোনের তথ্য সদস্যদের জানানো	১৫৫০০	১৭০০০	
১৩.	দূর্যোগ সম্পর্কে অবহিত করা	৬৫০০	৪০০০	
১৪.	স্কাইপের মাধ্যমে ভিডিও কল	১৭০০	১৮০০	
১৫.	ছবি প্রিন্ট	১৫০০	১৬০০	
১৬.	স্কুলে ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে ক্লাশ রুটিন বিতরণ	৩০০০	৪০০০	

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কার্যক্রম

পদ্মার ভাঙ্গনে নড়িয়া উপজেলার শেহের আলী মাদবরের কান্দীর একাংশ

লক্ষ্যঃ দুর্যোগকবলিত জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থে সহযোগিতা করা।

লক্ষিত জনগোষ্ঠীঃ নুসা'র সকল প্রকল্পের উপকারভোগী ও সাধারণ জনগণ।

ভূমিকাঃ

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে জলবায়ুর প্রভাব আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ যথেস্ট নয় বিধায় জনগণ ও জান-মালের পরিত্রাণ দিতে সচেস্ট হচ্ছে না। জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নুসা'র একটি অগ্রাধিকারমূলক কাজ। শরয়িতপুর জেলা একটি দুর্যোগপ্রবন এলাকা হওয়ায় নুসা'র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ সারা বছর দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকে। সংস্থার নিজস্ব একটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনটিনজেন্সি (আকস্মিক ঘটনা) পরিকল্পনা রয়েছে। যখনই কোন বড় ধরণের দূর্যোগ সৃষ্টি হয় এবং মানবসম্পদ ক্ষতির সম্মুখ হয় তখন সংস্থা অর্থায়নসহ সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে।বিগত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে সংস্থা এই খাতে ৩০০০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বাজেট রেখেছে এবং প্রয়োজনে ব্যয় নির্বাহের প্রস্তুতি রেখেছিল।এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নিবন্ধনদাতা প্রতিষ্ঠান এম আর এ কর্তৃক নির্দেশনা রয়েছে যে কোন সময় সংস্থা দূর্যোগে সহায়তা করতে পারবে যা পরবর্তীতে অনুমোদন সাপেক্ষ।

অত্র এলাকায় এপর্যন্ত ঘটে যাওয়া বন্যা, অতিবৃষ্টি, সিডর ইত্যাদি দুর্যোগে হাজার হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়ে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নুসা এসকল ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পাশে থেকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করেছে। বিশ্ব দাতা সংস্থা 'বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (WFP), কনসার্ন ইন্টার ন্যাশনাল, ইউনিসেফ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ইত্যাদি দেশী-বিদেশী সংস্থার সহযোতিায় সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে কাজ করতে সচেস্ট হয়েছে।

ক্র. নং	দুর্যোগের ধরণ	এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	সহযোগিতার ধরণ	একক খরচের পরিমাণ	মোট খরচ
০১.	নদী ভাঙন	নড়িয়া উপজেলা	১৫০০ জন	নগদ অর্থ বিতরণ	১০০০/-	১৫,০০,০০০
				মোট টাকা =		১৫,০০,০০০/-

সমন্বিত নারী উন্নয়ন প্রকল্প

লক্ষ্য ঃ নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

উদ্দেশ্য ঃ

- নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা।
- সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও নারী উদ্যোক্তা বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক মর্যাদায় নারীকে প্রতিষ্ঠিত করা।
- বাল্য বিবাহ রোধ করা।
- নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারী নির্যাতন বন্ধ করা।

কর্ম এলাকা ঃ সমগ্র শরীয়তপুর জেলাব্যাপী।

অর্জন ঃ

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	আলোচনা সভা	১২	মাসিক কর্মউন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা
২.	উঠান বৈঠক	১২	শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন, মায়ের বুকের দুধ পাণ করানো, নির্যাতনবন্ধ, বাল্যবিবাহ রোধ, কন্যাশিশু শিক্ষিত করা, স্যানিটেশন ব্যবহার
৩.	দিবস উদযাপন	০৩	নারী দিবস, স্বাধীনতা দিবস, মাতৃভাষা দিবস
৪.	সেলাই প্রশিক্ষণ	২০	দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

ফলাফলঃ

- নারী অধিকার সম্পর্কে সদস্যরা আগের থেকে অনেক সচেতন হয়েছে।
- ২০ জন নারী সেলাই শিখে আত্ম-কর্মসংস্থানের দক্ষতা অর্জন করেছে।

“নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি” শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ-প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে (জানুয়ারি ২০২৩ - জুন-২০২৪)।

এক নজরে পেস প্রজেক্টের কার্যক্রম সমূহ ঃ

- ভ্যালুচেইন এর সকল স্তরের চাষী ও উদ্যোক্তাদের তথ্য সংগ্রহ
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও কর্মশালা
- বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন
- স্থানীয় মাছের বাজারের মান উন্নয়ন
- স্থানীয় মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন
- বিভিন্ন ধরনের আধুনিক উপকরণ বিতরণ
- জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন
- অভিজ্ঞতা বিনিময় বিষয়ক ভ্রমণ
- লিফলেট, রেকর্ড বই ও চাষী সহায়িকা বিতরণ

মৎস্য ভ্যালুচেইন এর সকল স্তরের ১০০০ জন চাষী ও উদ্যোক্তাদের তথ্য সংগ্রহ ও সফট ওয়ারে নিবন্ধন:

মৎস্য চাষী	৬৩৯ জন
পোনা চাষী	২১ জন
মৎস্য জীবী	১২৬ জন
মৎস্য শ্রমিক	১৬৮ জন
আড়তদার	১ জন
ফিড ও একুয়ামেডিসিন ব্যবসায়ী	৮ জন
পরিবহনকারী	৯ জন
পাইকারী বিক্রেতা	৭ জন
খুচরা বিক্রেতা	২০ জন
ভোক্তা	১ জন
মোট	**১০০০ জন**

উপজেলা	
নড়িয়া উপজেলা	৫৯০ জন
ভেদরগঞ্জ উপজেলা	২৬০ জন
জাজিরা উপজেলা	১৫০ জন

পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা	
পুরুষ	৭৪০ জন
মহিলা	২৬০ জন

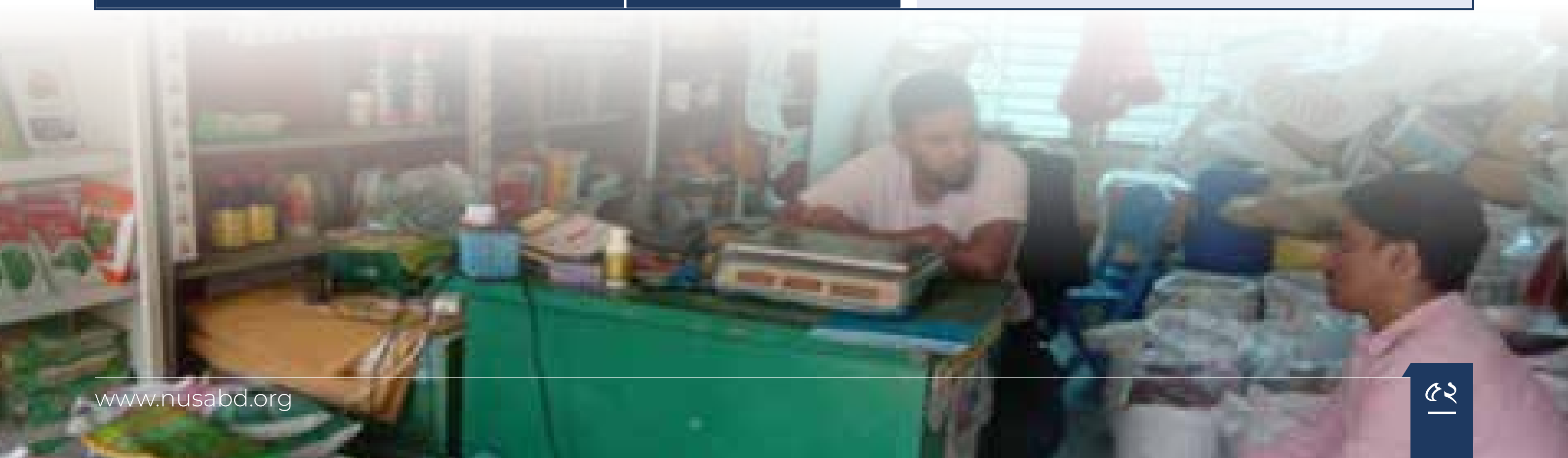

লীড ফার্মারদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ

ক্রমিক নং	লক্ষ্য মাত্রা (ব্যাচ সংখ্যা)	অর্জন (ব্যাচ সংখ্যা)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)
০১	০১ টি	০১ টি	১৯	০১

চাষী ও উদ্যোক্তাদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

ক্রমিক নং	লক্ষ্য মাত্রা (ব্যাচ সংখ্যা)	অর্জন (ব্যাচ সংখ্যা)	পুরুষ (জন)	মহিলা (জন)
০১	১০ টি	১০ টি	১৯৭	১০৩

চাষী ও উদ্যোক্তাদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

ক্রমিক নং	প্রদর্শনীরনাম	লক্ষ্য মাত্রা (সংখ্যা)	অর্জন (সংখ্যা)
০১	শিং মাছের চাষ	০১টি	০১ টি
০২	পাবদা গুলশা মাছের চাষ	০৩ টি	০১ টি

চাষিদের মাঝে মাছের খাদ্য ও ডিজিটাল ওয়াটার টেস্টিং কিট বক্স বিতরণঃ

| কেস স্টাডি

নাম	ঃ রাহিমা বেগম।
স্বামী	ঃ মাহামুদ বেপারী।
ঠিকানা	ঃ গ্রামঃ তপাদার কান্দি, ৯নং ওয়ার্ড, নওপাড়া, নড়িয়া, শরীয়তপুর।
সদস্য সংখ্যা	ঃ ০৫ জন।
বয়স	ঃ ৬৫ বছর।

রাহিমা বেগম ১৯৫৪ সালে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার নওপাড়া ইউনিয়নের তপাদার কান্দি গ্রামে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। তার পিতা ভূমিহীন হওয়ায় বর্গা চাষী হিসেবে অন্যের জমি চাষাবাদ করতেন। এই অভাব অনটনের মধ্যেই তিনি বড় হতে থাকেন। দুই চোখ অন্ধ হওয়ার কারনে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ কখনও হয়নি তার। তার বয়স যখন ০৭ বছর হয় তখন তার বাবা টাইফয়েড এ আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এরপর তিনি ভাইদের সংসারেই বড় হতে থাকেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস ১০ বছর বয়সে তার মা মারা যায়। এসময় তাকে দু:খ কস্টের সাথে লড়াই করে বড় হতে হয়। তার বয়স যখন ১৮ বছর হয় তখন তার ভাই ও এলাকাবাসির অর্থিক সহযোগীতায় তার বিবাহ কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রথম অবস্থায় তিনি স্বামীর সংসারে ভালোভাবেই দিনযাপন করতে ছিলেন । কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ সুখ তার জীবনে বেশি দিন সয়নি। মাত্র দুই বছর সংসার করার পর তার স্বামী হঠাৎ মারা যান। তিনি আবার পালছেড়া তরীর মত দু:খের সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকেন । তাই তিনি জীবন ধারনের তাগীদে বেছে নেন ভিক্ষা বৃত্তি। এরপর ভিক্ষা করেই তিনি তার জীবিকা নির্বাহ করতেন । দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সাথে জড়িত থাকেন। এই অভাব অনটনের মধ্যেই কেটে যায় ১৩টি বছর।

৩১ বছর বয়সে শারীরিক অসুস্থতা এবং চোখের দৃষ্টি হারানোর কারণে ধীরে ধীরে তার শ্রবণ শক্তি ও কমে যায় এবং শারীরিক পরিশ্রম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে তাকে আবার ফিরে যেতে হয় ভাইয়ের সংসারে। এসময় তাকে ভাই ও এলাকাবাসীর আর্থিক সহযোগীতা নিয়ে বেচে থাকতে হয়।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নওপাড়া ইউনিয়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন এর সহযোগীতায় নড়িয়া উন্নয়ন সমিতির পরিচালনায় সমৃদ্ধি কার্মসূচি চালু হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ভিক্ষুক পূনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯ সালে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র ব্যাবসা ও ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ১ টি গাভী ক্রয় করে দেওয়া হয়। এই ক্ষুদ্র ব্যাবসার মাধ্যমে তার এখন মাসে ৩-৪ হাজার টাকা আয় হয়। এখন তাকে আর ভিক্ষা করতে হয়না। সে এখন তার পরিবার নিয়ে সুখে শান্তিতে জীবন নির্বাহ করছে।

ভিক্ষারত অবস্থায় ছবি।

| কৃষি ইউনিট (প্রাণিসম্পদ খাত)

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়	ঃ	পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)।
মেয়াদ	ঃ	২০২৩-২৪ অর্থ বছর।
কর্মএলাকা	ঃ	নড়িয়া, ডগ্রী, ভোজেশ্বর ও ঘড়িষার শাখার কর্ম এলাকা, উপজেলাঃ নড়িয়া, জেলাঃ শরীয়তপুর।

প্রাণিসম্পদ খাতের কার্যক্রম ঃ

- ☑ মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন হাঁস পালন এবং ডিমের জন্য খাঁকি ক্যাম্পবেল বা জিনডিং হাঁস - ২০ জন খামারী
- ☑ প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন প্রদর্শনী - ভোজেশ্বর বাজার
- ☑ নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ - ১৫ জন খামারী
- ☑ বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে আধা-বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন - ২০ জন খামারী
- ☑ নিরাপদ মাংস উৎপাদনে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ মুরগি পালন - ২০ জন খামারী
- ☑ নিরাপদ ডিম উৎপাদনে সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগি পালন - ১০ জন খামারী
- ☑ উত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে গাভি পালন - ১০ জন খামারী
- ☑ দুগ্ধ পন্য বহুমাত্রিকিকরনের মাধ্যমে ফ্লেভারড ইয়োগার্ড ড্রিংক ও ঘি উৎপাদন - ভোজেশ্বর বাজার
- ☑ অধিক পুষ্টিগুনসম্পন্ন ফডার উৎপাদন - ৬ জন খামারী
- ☑ প্রানী সম্পদ বিষয়ক পরামর্শ প্রদান - ১৭০ জন খামারী
- ☑ হাঁস-মুরগি পালন, ছাগল পালন, গাভি পালন ও ব্যয়-সাশ্রয়ি পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান - ১২৫ জন খামারী
- ☑ বাউ চিকেন, পেকিন হাঁস পালন ও দেশী মুরগি পালনের উপর মাঠ দিবস পালন - ২৪৫ জন খামারী।

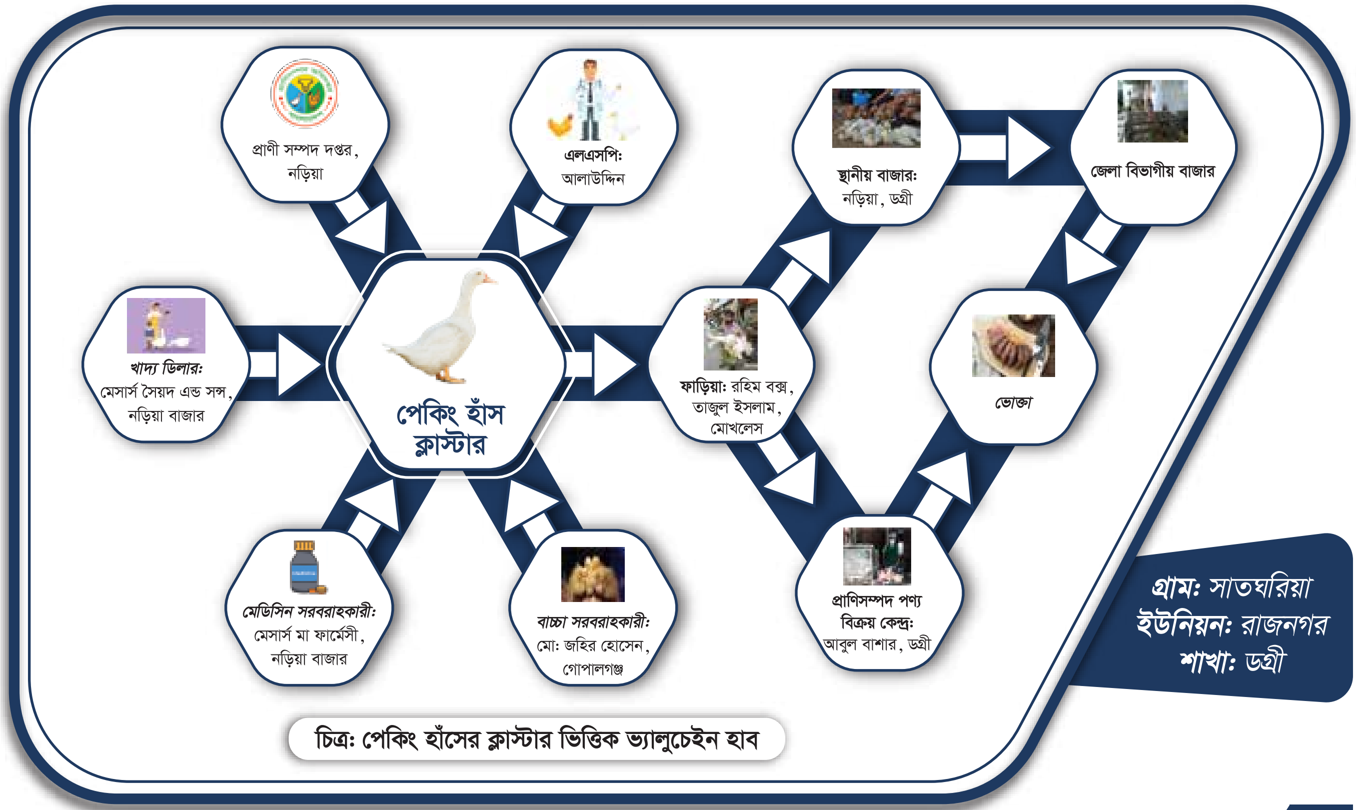

চিত্র: পেকিং হাঁসের ক্লাস্টার ভিত্তিক ভ্যালুচেইন হাব

পেকিন হাঁস পালন

নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ

উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চায় গাভী পালন

জলবায়ু সহিষ্ণু বাউ চিকেন পালন

আধা-বাণিজ্যিকভাবে দেশি মুরগি পালন

নিবিড় পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালন

নিরাপদ মাংস বিক্রয়কেন্দ্র

দুগ্ধপণ্য বহুমাত্রিকিকরণ

| কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত)

সুবিধাভোগী	ঃ	ভোজেশ্বর ও ঘড়িষার শাখার অন্তর্ভূক্ত নুসা'র সুবিধাভোগীগন।
আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়	ঃ	পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)।
মেয়াদ	ঃ	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর
লক্ষ্য	ঃ	আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি।

কার্যক্রম ঃ

- ☑ জি-৩ রুই মাছ চাষ- ৫জন
- ☑ আধা নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী প্রজাতির শিং/মাগুর - কার্প মিশ্র চাষ-৫ জন
- ☑ আধা নিবিড় পদ্ধতিতে দেশী প্রজাতির পাবদা/গুলসা - কার্প মিশ্র চাষ-৫ জন
- ☑ আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প ফ্যাটেনিং-১৫ জন
- ☑ উচ্চমূল্যের চিতল-কার্প মিশ্র চাষ-৫ জন
- ☑ মাছের পোণা চাষ সম্প্রসারণ-১০ জন
- ☑ পুষ্টি-সংবেদনশীল মলা মাছ চাষ-১০ জন
- ☑ অনুপষ্টিসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ-৫ জন
- ☑ ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা তৈরী
- ☑ অক্সিজেনেটেড ভ্যানে মাছের পোণা সরবরাহ কার্যক্রম
- ☑ মাছ বিক্রয়কেন্দ্র- পন্ডিতসার বাজার
- ☑ মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১০০ জন
- ☑ মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান-১৪৫ জন
- ☑ মাছ চাষের উপর মাঠ দিবস বাস্তবায়ন

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প মাছের ফ্যাটেনিং

বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ

নিরাপদ মৎস্য বিক্রয়কেন্দ্র

অবহিতকরণ কর্মশালা

মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ফিশ ফিড তৈরীতে উদ্যোক্তা

অক্সিজেনেটেড ভ্যানে মাছের পোণা সরবরাহ

মৎস্য সেবা ও পরামর্শ সেবা

মাঠ দিবস

বিলবোর্ড

| কৃষি ইউনিট (কৃষি খাত)

সুবিধাভোগী ঃ নড়িয়া, ভোজেশ্বর ও ডগ্রী শাখার অন্তর্ভূক্ত নুসা'র সুবিধাভোগীগন।

আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ঃ পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)।

মেয়াদ ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

লক্ষ্য ঃ আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।

কার্যক্রম ঃ

- ☑ পরিবেশ বান্ধব মালচিং পেপার ব্যবহার করে উচ্চ মূল্যের ফসল চাষ - ১৫ জন
- ☑ উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ধান চাষ - ১০ জন
- ☑ উচ্চফলনশীল নতুন জাতের ফসল চাষ - ১৫ জন
- ☑ জলবায়ু অভিজোযনক্ষম প্রযুক্তিতে ফসল চাষ - ৬ জন
- ☑ শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিতে উন্নত ফসলধারা - ১০ জন
- ☑ অনাবাদি জমিতে সবজি ও ফল চাষ
- ☑ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আন্তঃফসল চাষ - ৬ জন
- ☑ উচ্চমূল্যের ফল বাগান স্থাপন - ২ জন
- ☑ গ্রীষ্মকালীন বেবী তরমুজ চাষ - ৪ জন
- ☑ নিরাপদ সবজি উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ - ১৫ জন
- ☑ নিরাপদ সবজি বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন
- ☑ ট্রাইকো কম্পোষ্ট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ
- ☑ ধান ও সবজি চাষ বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ - ৭৫ জন
- ☑ হলুদ চাষ, জৈব প্রযুক্তিতে সবজি চাষের উপর মাঠ দিবস
- ☑ কৃষি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান - ১৫০ জন
- ☑ প্রযুক্তি সহায়ক উপকরন
- ☑ নিরাপদ খাদ্য দিবস উদ্‌যাপন
- ☑ লোকালয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক সাইনবোর্ড স্থাপন
- ☑ জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে জাতীয় প্রিন্ট মিডিয়ায় সম্প্রচার করা

মালচিং ব্যবহার করে সবজি চাষ

কোকোডাষ্ট ব্যবহার করে সবজি চারা উৎপাদন

২০২৩-২৪ অর্থবছরে মেসার্স হাবিব সরওয়ার এন্ড ভূইয়া নুসার বহিঃ নিরীক্ষণ সম্পন্ন করে যথাযথ প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন। একই সাথে পিকেএসএফ তাদের দুটি নিরীক্ষা দল পাঠিয়ে নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করেছেন। উক্ত অডিট রিপোর্ট সংযুক্ত করা হলো।

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Financial Position
As at June 30, 2024

PARTICULARS	Notes	Amount in Taka	
		30.06.2024	30.06.2023
A. PROPERTIES & ASSETS :			
Non-Currents Assets:		**84,152,385**	**82,173,208**
Property, Plant & Equipment's (PPE)		84,152,385	82,173,208
B. Current Assets:		**3,309,098,190**	**2,819,025,990**
Loan to Members		2,592,169,371	2,394,783,739
Investments- Short term		306,327,386	205,056,508
Other Short Term Loans		217,594,240	21,033,121
Accounts Receivable		47,846,327	70,659,373
Advance, Deposit & Prepayments		13,596,969	9,680,867
Unsettled Staff Advance		6,084,073	6,084,073
Cash & Cash Equivalent		125,479,824	111,728,309
TOTAL PROPERTIES & ASSETS : (A+B)		**3,393,250,575**	**2,901,199,198**
CAPITAL FUND & LIABILITIES :			
A. Capital Fund		**786,077,256**	**566,604,334**
Donors Grant for Capital Fund		211,568,640	11,050,252
Cumulative Surplus		501,364,682	507,132,797
Statutory Reserve Fund		60,594,080	48,421,285
PKSF Grant Advance		12,549,854	-
B. Non-Current Liabilities :		**1,538,980,829**	**1,409,969,243**
Loan from PKSF-Long term		1,316,647,713	1,019,483,323
Loan from Commercial Banks -Long Term		169,601,552	267,679,954
Loan from Other Source - Short Term		28,672,480	102,023,841
Accumulated Deprecation		24,059,084	20,782,125
C. Current Liabilities:		**1,068,192,489**	**924,625,621**
Members Savings		796,803,775	697,927,392
Provisions for Interest on Member Savings		661,323	598,665
Loan Loss Provision (LLP)		123,003,855	88,422,598
Accounts Payables		40,209,294	49,088,813
Provision for Expenses		1,227,487	365,083
Staff security		3,567,375	81,627,021
Insurance Fund		95,664,117	218,966
Forfeit to Leave Staff		257,488	5,957,083
Other Liabilities - Programs & Projects Expenses		6,797,775	420,000
TOTAL CAPITAL FUND & LIABILITIES : (A+B+C)		**3,393,250,575**	**2,901,199,198**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

Assistant Director (F & A)
Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA.

Director
Jaydeb Chandra Kundu
Director, NUSA

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director, NUSA.

Signed as per report of even date
Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: CAF-001-010
Signed By:

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. Dhaka Chartered Accountants

Md Habibullah FCA
Managing Partner
Enrolment No. - 0411

Place: Dhaka
Dated: November 04, 2024

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)
Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects
Consolidated Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income
For the Year Ended June 30, 2024

PARTICULARS	Notes	Amount in Taka	
		2023-2024	2022-2023
A. Income:			
Service Charges on Members Loan		529,378,555	453,739,969
Others Income		5,369,030	3,635,529
Bank Interest		16,366,306	10,331,187
Total income (A)		**551,113,891**	**467,706,685**
B.Expenditure:			
Service Charges Paid To PKSF Loan		65,707,563	53,363,583
Interest on Member Savings		45,633,634	37,658,803
Interest on Bank Loan		20,251,758	17,597,566
Interest Expenses on other Loan		585,142	45,480
Salary and allowances		198,661,839	164,399,409
Operating Cost (All Program)		132,607,656	112,251,314
Total expenditure(B)		**463,447,592**	**385,316,155**
C. Excess of Income over Expenditure (A-B)		87,666,299	82,390,530
Grand Total(B+C)		**551,113,891**	**467,706,685**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

Assistant Director (F & A)
Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA.

Director
Jaydeb Chandra Kundu
Director, NUSA

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director, NUSA.

Signed as per report of even date

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: CAF-001-010
Signed By:

Md Habibullah FCA
Managing Partner
Enrolment No. - 0411

Place: Dhaka
Dated: November 04, 2024

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. * Chartered Accountants * Dhaka

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Consolidated Statements of Receipts & Payments

For the Year Ended June 30, 2024

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2023-2024	2022-2023
A. RECEIPTS:			
Opening Balance:		**111,752,291**	**83,901,311**
Cash in Hand		8,433,393	2,417,247
Cash at Bank		103,318,898	81,484,064
Receipt		**6,089,813,865**	**5,177,606,605**
Loan Received from PKSF		854,500,000	720,000,000
Loan from Bank		115,000,000	205,000,000
Loan from Others Source		75,552,877	17,000,000
Members Loan Recovary		3,842,040,062	3,235,319,040
Members Savings Collection		421,982,105	363,687,196
Encashment of Investment FDR		30,348,750	74,104,079
Service Charges on Members Loan		528,373,517	453,720,870
Others Short Term Loans (Project)		32,924,600	10,329,020
Others Income		4,434,692	2,889,771
Interest of Income		17,117,368	10,331,187
Others Receipts		132,674,231	85,225,442
Advance		25,346,521	-
NUSA Social Development Fund		696,000	-
Receipts on Provision & Payable		8,823,142	-
Total		**6,201,566,156**	**5,261,507,916**
B. PAYMENTS:		**6,076,086,332**	**5,149,779,607**
Loan Disbursement to Members		4,256,865,000	3,820,346,000
Refund of PKSF Loan		557,335,610	445,016,665
Refund of Bank Loan		202,721,261	89,672,150
Refund of Others Loan		61,277,741	13,000,000
Refund of Savings		353,384,205	267,444,700
Service Charge Paid to PKSF		65,707,563	53,363,583
Interest on Group Savings		14,112,351	10,894,448
Interest of Bank Loan		20,251,758	17,597,566
Interest of others Loan		585,142	45,480
Other Short Term Loans (Project)		58,950,992	49,672,884
Salary & Allowance		195,810,139	164,705,888
Operating Cost		46,993,596	100,611,971
Advance		17,772,665	-
Investment (FDR)		136,914,653	89,091,362
Capital Expenditure (to be specified)		2,635,044	23,867,832
Others Payment		22,639,611	-
Provision & Payable		57,346,137	-
Programs and Projects Expenses		226,645	155,172
Social Development Work		4,556,219	4,293,906

Particulars	Notes	Amount in Taka	
		2023-2024	2022-2023
C. CLOSING BALANCE (A-B)		**125,479,824**	**111,728,309**
Cash in Hand		7,247,824	8,433,393
Cash at Bank		118,232,000	103,294,916
GRAND TOTAL (B+C)		**6,201,566,156**	**5,261,507,916**

The accompanying notes form an integral part of these Financial Statements.

Assistant Director (F & A)
Shah Alam
Assistant Director (F&A)
NUSA.

Director
Jaydeb Chandra Kundu
Director, NUSA

Executive Director
Majeda Shawkat Ali
Executive Director, NUSA.

Signed as per report of even date

Habib Sarwar Bhuiyan & Co.
Chartered Accountants
Registration no: CAF-001-010
Signed By:

Md Habibullah FCA
Managing Partner
Enrolment No. - 0411

Place: Dhaka
Dated: November 04, 2024

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. * Chartered Accountants * Dhaka

NARIA UNNAYAN SAMITY (NUSA)

Overall Loan Program Including PKSF Funded Other Programs and Projects

Statement of Cash Flows

For the Year Ended June 30, 2024

PARTICULARS	Notes	Amoun in Taka	
		2023-2024	2022-2023
A. Cash Flow from Operating Activities:			
Excess of Income over Expenditure or, Excess of Expenditure over Income		87,598,377	82,390,530
Add: Amount Considered as Non Cash Transactions :			
Loan Loss Provision (LLP)		34,581,257	37,981,636
Depreciation for the Year		3,549,231	4,677,123
Interest on Members Savings		31,521,283	26,764,355
Salary and allowances		450,881	324,166
Others Operating Non Cash Transactions (to be specified)		43,151,525	24,485,541
Residence, Accommodation & Training Venue Rent		179,259	21,764
Sub Total of Non Cash Items		**201,031,813**	**176,645,115**
Loan Disbursement to Members		(4,150,255,000)	(3,688,776,000)
Loan Realization from Members		3,842,040,062	3,185,750,473
Increase /Decrease in other Current Assets		(4,782,864)	-
Increase /Decrease in other Current Liabilities		-	(16,935,724)
		(312,997,802)	**(519,961,251)**
Net Cash Generated from/(Used in) Operating Activities		**(111,965,989)**	**(343,316,136)**
B. Cash Flows from Investing Activities			
Acquisition of Property, Plant and Equipment		(2,635,044)	(23,764,901)
Sale of Property, Plant and Equipment		-	-
Investment of FDR		(51,629,898)	(78,035,044)
Encashment of FDR		30,348,750	57,861,895
Others (to be specified)		-	-
Net Cash Generated from/(Used in) Investing Activities		**(23,916,192)**	**(43,938,050)**
C. Cash Flow from Financing Activities:			
Loan Received from Different Sources		924,400,000	830,000,000
Repayment of Loan Received from Different Sources		(811,528,299)	(547,688,815)
Other Short Term Loans (Project)		-	
Member Savings		421,982,105	363,687,196
Refund of Members Savings		(353,384,205)	(267,444,700)
Members welfare fund		31,318,587	16,524,009
Refund Members welfare fund		(15,359,034)	-
Advance Receipts		4,256,036	-
Advance Payment		(12,915,725)	(3,418,546)
Receipts on Provision & Payable		8,823,142	-
Payment on Provision & Payable		(55,004,055)	-
Receipts on Others Short Term Loan		31,472,154	40,762,216
Payment of Others Short Term Loan		(24,450,992)	(17,340,176)
Net Cash Generated from/(Used in) Financing Activities		**149,609,714**	**415,081,184**
D. Net Increase / decrease in Cash & Bank Balance (A+B+C)		**13,727,533**	**27,826,998**
Add: Cash & Bank Balance at the beginning of the year		111,752,291	83,901,311
Cash & Bank Balance at the end of the year		**125,479,824**	**111,728,309**

Habib Sarwar Bhuiyan & Co. ★ Chartered Accountants ★ Dhaka

NUSA

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

প্রধান কার্যালয়ঃ
নড়িয়া-শরীয়তপুর রোড,
নড়িয়া, শরীয়তপুর-৮০২০।
☎ ০৬০১-৫৯১৫৪

ঢাকা অফিসঃ
বাড়ি ১৯৪, রোড ০১,
মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা।
☎ ০৯৬১৩-০৫২ ০৭১